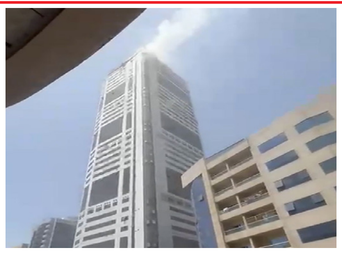

শারজার বহুতল আল নাহদা ভবনে আগুন, নিহত ৫

সারে-জমিন

কৃষক আন্দোলনের মতো ওয়াকফ বিলের প্রতিবাদ চাই: নওশাদ

রূপসী বাংলা

বাংলা সন : উৎপত্তি, বিবর্তন ও কিছু কথা

সম্পাদকীয়

হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ডাক ইমামদের

সাধারণ

ওয়ানডেতে দুটি বল ব্যবহার না করার ভাবনা আইসিসির

খেলতে খেলতে

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

মঙ্গলবার
১৫ এপ্রিল, ২০২৫
১ বৈশাখ ১৪৩২
১৬ শাওয়াল ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 20 ■ Issue: 101 ■ Daily APONZONE ■ 15 April 2025 ■ Tuesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

বেলজিয়ামে ধৃত পলাতক জুয়েলারি ব্যবসায়ী মেহুল চোকসি

আপনজন ডেস্ক: অবশেষে দেশ ছেড়ে পালানো জুয়েলারি ব্যবসায়ী মেহুল চোকসি গ্রেফতার হলেন বেলজিয়ামে। ভারতের অন্যতম বড় ব্যাংক জালিয়াতির সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার তথ্য প্রকাশ্যে আসার সাত বছর পর তাকে গ্রেফতার করা হল। সোমবার তার আইনজীবী বার্তা সংস্থাকে জানান, তিনি মুক্তি পেতে আদালতে আপিল করবেন। এদিকে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট চোকসিকে গ্রেপ্তারের আগেই তাকে প্রত্যর্পণের জন্য বেলজিয়াম সরকারের কাছে অনুরোধ পাঠিয়েছিল। উল্লেখ্য, রাষ্ট্রায়ত্ত পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক ২০১৮ সালে জানিয়েছিল, মুম্বাইয়ের একটি শাখা থেকে প্রতারণার মাধ্যমে চোকসি ১৮০ কোটি মার্কিন ডলার হাতিয়ে নিয়েছেন বলে তথ্যপ্রমাণ পাওয়া গেছে। কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার কাছে একটি ফৌজদারি অভিযোগ জমা দেয়। তখন অবশ্য চোকসি বেলজিয়ামে পালিয়ে যান।

কালীঘাটে স্কাই ওয়াকের উদ্বোধনে এসে রাজ্যে সম্প্রীতি রক্ষার আর্জি

মানুষকে ভালোবাসার চেয়ে বড় ধর্ম আর কিছু নেই: মুখ্যমন্ত্রী

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: ওয়াকফ সংশোধনী আইন নিয়ে রাজ্যের কিছু অংশে বিশেষত মুর্শিদাবাদে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা ও সহিংস বিক্ষোভ সংঘটিত হয়েছে। সেই চলমান পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নাগরিকদের শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান জানালেন। সোমবার কালীঘাটে স্কাই ওয়াক-এর উদ্বোধনে এসে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা একবার বাঁচি, একবার মরি। তাহলে দাঙ্গা কেন? প্রত্যেক জাতি ও ধর্মের প্রতিবাদ করার অধিকার আছে, কিন্তু আইন নিজের হাতে তুলে নেবেন না। কিছু লোক আপনাদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। অহিংস বিক্ষোভের গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ওদের দিকে কান দেবেন না।
ওয়াকফ সংশোধনী আইনটি একটি বিতর্কিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, সমালোচকরা যুক্তি দেখিয়েছেন যে এটি মুসলিম ধর্মীয় অনুদানের স্বায়ত্তশাসনকে ক্ষুণ্ণ করে।
বিক্ষোভ কিছু এলাকায় সহিংস হয়ে উঠেছে, যার ফলে হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। সেখানে এসে পড়ে ধর্মীয় অনুসঙ্গ। তাই মুখ্যমন্ত্রী বাংলার ধর্মীয় ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, ধর্ম যার যার আপনার, উৎসব কিন্তু সবার। আমরা সবাই সমস্ত ধর্মীয় উৎসবে শামিল হই। তবে আমি অন্য কোন একটা প্রোগ্রামে গেলে আমার বিরুদ্ধে লেখা হয়, আমার টাইটেল

ও বদলে দেওয়া হয়। কারা এটা করে? ধর্ম নিয়ে অধার্মিক খেলা করতে নেই, ধর্ম মানে শ্রদ্ধা, ধর্ম মানে ভালোবাসা, ধর্ম মানে মানবিকতা, ধর্ম মানে শান্তি, ধর্ম মানে স্বস্তি, ধর্ম মানে সংস্কৃতি, ধর্ম মানে সম্প্রীতি, ধর্ম মানে একতা, তবে মানুষকে ভালোবাসার চেয়ে বড় ধর্ম আর কিছু হতে পারে না। জন্মিলে মরিতে হবে, এই কথাকে পাথেয় করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যখন জন্মায় একা জন্মায়, আবার যখন চলে যাই একা চলে যাই৷ তাই কিসের লড়াই? কিসের দাঙ্গা? কিসের যুদ্ধ? কিসের অশান্তি? মনে রাখবেন মানুষকে ভালো রাখলে সবকিছু জয় করা যায়। কিন্তু নিজেকে আলাদা করে রাখলে কাউকে জয় করা যায় না। অবহেলিত, শোষিত, নির্যাতিতদের পাশে যে মুখ্যমন্ত্রী সর্বদা দাঁড়ান সেকথা তুলে ধরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, একটা জিনিস মাথায় রাখুন যদি কারোর উপর কোন আঘাত আসে সে অবহেলিত হোক, সে শোষিতই হোক, সে বঞ্চিতই হোক, সে নির্যাতিত হোক যে কোনো ধর্মের লোকই হোক আমরা কিন্তু তাদের সকলের পাশে দাঁড়াই।
অন্যদিকে, ওয়াকফ বিল বিরোধী আন্দোলন নিয়ে সরাসরি মন্তব্য না করলেও মুখ্যমন্ত্রী বুঝিয়ে দেন, সবারই গণতান্ত্রিকভাবে আন্দোলন করার অধিকার আছে। তবে তা হওয়া উচিত শান্তিপূর্ণ। এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী আন্দোলনকারীদের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে বলেন, সবাইকে বলবো শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিকভাবে আন্দোলন করার অধিকার সকলেই আছে।
আন্দোলন করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে তা হিংসাত্মক রূপ নিচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে আইন নিজেদের হাতে তুলে নেওয়ার ঘটনায় ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী স্মরণ করিয়ে দেন, এ ধরনের প্রবণতা কখনওই কাম্য নয়। আইন রক্ষার কাজ করার জন্য প্রশাসন আছে। তাদেরকে সেই দায়িত্ব পালন করতে দেওয়া উচিত বলে তিনি বুঝিয়ে দেন। মুখ্যমন্ত্রী তাই আর্জি জানান, প্লিজ দয়া করে এ বি সি ডি-যেই হোক কেউ আইন হাতে তুলে নেবেন না। আইনের জন্য তো আইনের রক্ষক আছে, আইনের ভক্ষক তো দরকার নেই।
মুর্শিদাবাদের ঘটনায় বাইরের শক্তির হাত থাকার সম্ভাবনার মধ্যে মানুষ প্ররোচনার ফাঁদে পা দিচ্ছেন বলে বিভিন্ন মহলের ধারণা। তাই কোনও ধরনের প্ররোচনা থেকে দূরে থাকার আর্জি জানান মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী তাই অনুযোগের সুরে বলেন, আপনাদের অনুরোধ করবো কেউ কেউ প্ররোচনা দেবে, কিন্তু প্ররোচিত হবেন না।
প্ররোচনার সময় মাথা ঠান্ডা রাখে সেই তো আসল জয় করে, তারই তো আসল জয় হয়, আপনারা জয়ী হোন।
অন্যদিকে, কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রী যে স্কাই ওয়াকের উদ্বোধন করেন সেটি প্রায় ৪৩৫ মিটার দীর্ঘ। তাতে স্কাইওয়াক লিফ্‌ট, সিঁড়ি-সহ চলমান সিঁড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছে তীর্থযাত্রীদের জন্য এবং বিশেষ করে প্রবীণ দর্শনার্থীদের জন্য।
এছাড়া নবরূপে সুসজ্জিত কালীঘাট মন্দির, মন্দিরপ্রাঙ্গণ এবং নবনির্মিত কালীঘাট রিফিউজি হকার্স কর্নারের উদ্বোধনও করেন মুখ্যমন্ত্রী। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, শ্রদ্ধা, মানবিকতা, স্বস্তি, সংস্কৃতি, একতা হল প্রকৃত ধর্ম। মানুষকে ভালোবাসার থেকে বড় ধর্ম নেই, আমরা সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ।

আইএসএফ সমর্থকদের পুলিশের আটকানো ঘিরে অগ্নিগর্ভ ভাঙড়

আপনজন ডেস্ক: ওয়াকফ আন্দোলনে নতুন করে উত্তপ্ত ভাঙড়। বৈরামপুরের পর শোনপুর বাজারে নতুন করে উত্তেজনা। পুলিশের একের পর এক মোটরসাইকেলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। ভাঙচুর চলছে। পুলিশের মোট পাঁচটি মোটরসাইকেল পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সোমবার দুপুরে প্রকাশ্য দিবালোকে পুলিশের গাড়ি উল্টে দিয়ে ভাঙচুর চালানো হয়। মুর্শিদাবাদের পর অশান্ত হয়ে উঠল ভাঙড়। কলকাতায় ওয়াকফের প্রতিবাদ সভায় যোগ দিতে আসার পথে বাসন্তী হাইওয়েতে পুলিশ বাধা দিলে পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। পুলিশের সঙ্গে ব্যাপক সংঘর্ষ বাধে আইএসএফ সমর্থকদের। সোমবার শিয়ালদহের রামলীলা ময়দানে আইএসএফের তরফে ওয়াকফ বিরোধী কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন আইএসএফের কর্মী, সমর্থকরা। অভিযোগ, বাসন্তী হাইওয়েতে বৈরামপুরের কাছে তাঁদের পথ আটকায় পুলিশ। আইএসএফ কর্মীরা পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে এগোতে চাইলে হাতাহাতি বেধে যায়। পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হতে থাকে। বাসন্তী হাইওয়ের ওপরই দু'পক্ষের মধ্যে ধুন্ধুমার শুরু হয়। পুলিশ লাঠিচার্জ শুরু করে। তাতে একজন আইএসএফ কর্মীর মাথা ফাটে বলে অভিযোগ। এরপরই বাসন্তী হাইওয়েতে রাস্তায় বসে পড়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন আইএসএফের কর্মী, সমর্থকরা। সাংবাদিকদের একাংশের ওপরও আক্রমণ করা হয়েছে। তাদেরকে উদ্দেশ্য করে ইটবৃষ্টি করা হচ্ছে। ওয়াকফ সংশোধনী আইন কার্যকরী হওয়ার পর থেকে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। এই আইনের প্রতিবাদে মুখ খুলেছেন বিরোধীরা।
দেশের পাশাপাশি বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে এই আইনের প্রতিবাদে শুরু হয়েছে বিক্ষোভ। পথে নেমে প্রতিবাদ মিছিল চলছে।
জানা গিয়েছে, ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদে রামলীলা ময়দানে বক্তব্য রাখার কথা নওশাদ সিদ্দিকির। সেই সভায় যোগ দিতেই উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে বহু আইএসএফ কর্মী যাচ্ছিলেন রামলীলা ময়দানের উদ্দেশ্যে। যাওয়ার পথেই বাসন্তী হাইওয়েতে আইএসএফের গাড়ি আটকানোর কথা জানা গিয়েছে। তারপরেই রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় গোটা এলাকা। গোটা এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এদিন সকাল থেকে বাসন্তী হাইওয়েতে ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন আইএসএফ কর্মীরা। বৈরামপুর, ভোজেরহাট এলাকায় রাস্তা অবরোধ করল আইএসএফ কর্মীরা। ভোজেরহাট তিন রাস্তার মোড় পুলিশের গার্ডরেল দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। সেখানেই অবরোধ শুরু করেন আন্দোলনকারীরা। তাদের আটকানোর চেষ্টা করে পুলিশ। পুলিশের দেওয়া ব্যারিকেড ভেঙে ফেলারও চেষ্টা হয়। ভাঙড়ে বাসন্তী হাইওয়ে অবরুদ্ধ থাকায় দীর্ঘক্ষণ ধরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ে একাধিক গাড়ি। যার ফলে যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে বিক্ষোভকারীদের হঠাতে পুলিশ লাঠিচার্জও করে বলে অভিযোগ। দুপক্ষের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়।

ক্রমশ স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে সুতি-সামসেরগঞ্জ

গুলিতে জখম ১৬ জন, অশান্তির পিছনে কারা? জোরালো হচ্ছে ‘বহিরাগত’ তত্ত্ব

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদের সুতি, ধুলিয়ান তথা সামশেরগঞ্জে অশান্তির ঘটনায় বহিরাগতদের ভূমিকা নিয়ে উঠেছে গুরুতর অভিযোগ। সোমবার ‘আপনজন’-এ প্রকাশিত ‘বহিরাগত শক্তির’ তত্ত্বকে সিলমোহর দিল তৃণমূল কংগ্রেস। উল্লেখ্য, শুক্রবার দুপুর থেকে সুতি, সামশেরগঞ্জ তথা ধুলিয়ানে শুরু হওয়া ওয়াকফ আইন বিরোধীতায় সহিংসতা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। শনিবার রাত পর্যন্ত পরিস্থিতি কার্যত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ঘটনায় বেসরকারি মতে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের, যদিও প্রশাসনিক ভাবে তা জানানো হয়নি। রাজ্য পুলিশের বিশেষ দলের পাশাপাশি বিএসএফ নামানো হয় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য। রবিবার সকাল থেকে ওই এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি। সোমবার সকাল থেকে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে। বাজার-হাট খুলছে, রাস্তায় নেমেছে মানুষ, যান চলাচল বাড়ছে। রাজ্য পুলিশের এডিজি আইনশৃঙ্খলা জাভেদ শামীম বলেন, “পাশের রাজ্য থেকে গুজব ছড়ানো হচ্ছে। গুজবে কান না দিয়ে প্রশাসনের উপর আস্থা রাখতে আবেদন জানানো হচ্ছে মানুষকে।” তিনি আরও বলেন, “যারা এই হিংসায় জড়িত তাঁদের পাতাল থেকে হলেও খুঁজে বের করে আইনের আওতায় এনে যথোপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।” অন্যদিকে সোমবার সকাল থেকেই সুতি-ধুলিয়ান তথা সামশেরগঞ্জের পরিস্থিতি স্বাভাবিকের পথে বলে দাবি করেন অল ইন্ডিয়া ইমাম মুয়াজ্জিন অ্যান্ড সোশাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক। তিনদিন ধরে সেখানে পরিস্থিতি দেখার পর সোমবার সন্ধ্যায় তিনি বলেন,

“কিছু গণমাধ্যম যেভাবে গুজব ছড়াচ্ছে তাতে মানুষের মনে আতঙ্ক কাজ করছে।” এখনো পর্যন্ত ১৬ জন গুলিবিদ্ধ হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, হামলাকারীরা বাইরের লোক, যাদের বেশিরভাগের বয়স ১৪ থেকে ১৮ বছরের মধ্যে। তাদের কারও পরনে ছিল বিএসএফের পোশাক। কিন্তু পায়ে ছিল সাধারণ জুতো, যা সন্দেহ আরও বাড়িয়ে তুলেছে। দুই মহিলা বাসিন্দার চোখেমুখে এখনও আতঙ্ক। কাঁদতে কাঁদতে তারা বলেন, “ওরা বাড়িতে ঢুকে আমাদের মারধর করে, ছেলেদের ধরে নিয়ে যায়, জিনিসপত্র লুট করে নেয়। সবাই অচেনা, মুখ ঢাকা।”
তৃণমূল কংগ্রেস দাবি করেছে, এটি বিজেপির সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। দলের আইটি সেলের রাজ্য সভাপতি দেবাংশু ভট্টাচার্য ভাইরাল হওয়া একটি মেসেজের কথা উল্লেখ করেন, যেখানে ‘ছোট বস’ ও ‘বড় বস’-এর নির্দেশে এই হামলা সংগঠিত হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা পুরনো হিংসার ছবি বাংলা প্রসঙ্গ বলে ছড়িয়েছে, পরে তা মুছেও দিয়েছে।
এদিকে সোমবার রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর এক মন্তব্যে পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে হয়েছে। তিনি বলেন, “বাংলাদেশি স্টাইলে লুঠ হয়েছে।” এই বক্তব্যকে নিশানা করে তৃণমূলের কুনাল ঘোষ প্রশ্ন তুলেছেন, “সীমান্ত পেরিয়ে দুষ্কৃতীরা এলে বিএসএফ কী করছিল? সীমান্তরক্ষার দায়িত্ব তো তাঁদের, তবে এই গাফিলতির দায় কার?” অশান্তির ঘটনার প্রেক্ষাপটে কার্তিক মহারাজের সফরকে ঘিরেও প্রশ্ন উঠছে। রামনবমীর আগে তিনি ৩রা এপ্রিল সুতির অরঙ্গাবাদে মিছিল করেন। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই সফর ও উত্তেজনার মাঝে সময়গত সংযোগ অস্বাভাবিক নয়। পাশাপাশি, আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের ফেব্রুয়ারির পূর্বাঞ্চলীয় সফরকেও কারণ হিসেবে দেখছেন অনেকে।
উত্তেজনার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার নিজে এসেছিলেন। এডিজি দক্ষিণবঙ্গ সুপ্রতিম সরকার মুর্শিদাবাদে থেকে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন। এখনো পর্যন্ত ১৮ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে ওই এলাকায়। সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত নতুন করে কোন উত্তেজনার খবর পাওয়া যায়নি। মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ থাকার কথা মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন জায়গার পাশাপাশি মালদা ও বীরভূমের বেশ কিছু এলাকায়। পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গায় জারি থাকছে ১৬৩ ধারা। এখনও পর্যন্ত প্রায় ২০০ জনেরও বেশি গ্রেপ্তার বলে জানান এডিজি দক্ষিণবঙ্গ সুপ্রতিম সরকার।
সূত্রের খবর, গ্রেপ্তার হওয়াদের মধ্যে কয়েকজন আরএসএস ঘনিষ্ঠ শিল্পপতিও রয়েছে।
স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, প্রশাসন দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক করুক। ধুলিয়ানের বাসিন্দা সুজন রায়চৌধুরী বলেন, “এখানে এমন ছিল না। আমরা মিলেমিশে থাকি।” দোকানদার জিয়াউল হক জানান, “দোকান খুলেছি, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে।” দেবাশিস দাস বলেন, “সবটাই গুজব। মানুষ এখন সচেতন।” সব মিলিয়ে বলা যায় পরিস্থিতি স্বাভাবিকের পথে। অন্যদিকে বহিরাগত তত্ব আরও জোরালো হচ্ছে। হামলাকারীরা বাংলাদেশ থেকে এসেছিল? নাকি বিএসএফের পোশাকে সাধারণ জুতো পরা দুষ্কৃতীরা এই তান্ডব চালিয়েছে? প্রশ্ন উঠছে একাধিক। তদন্ত চালাচ্ছে প্রশাসন।

আপনজন-এর অন্তর্তদন্ত রিপোর্ট

”

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, হামলাকারীরা বাইরের লোক, যাদের বেশিরভাগের বয়স ১৪ থেকে ১৮ বছরের মধ্যে। তাদের কারও পরনে ছিল বিএসএফের পোশাক। কিন্তু পায়ে ছিল সাধারণ জুতো, যা সন্দেহ আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

আনন্দ সংবাদ | বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম | আনন্দ সংবাদ

দানবীর কুরানীয়া মডেল মাদ্রাসা

ভর্তি চলছে

আবাসিক বালক বিভাগ

নাজেরা ● হিফজ

আসন সংখ্যা সীমিত

স্বল্প খরচে সুশিক্ষার একটি আদর্শ পীঠস্থান

আমাদের বৈশিষ্ট

- অভিজ্ঞ ইলমি শিক্ষক দ্বারা পাঠদান
- বিশুদ্ধ হরফ উচ্চারণের প্রতি গুরুত্বারোপ।
- ইয়াদ মজবুত করার লক্ষ্যে দৈনিক প্রশ্নোত্তর।
- আন্তর্জাতিক মানের হাফেজ গড়ে তোলা।
- আমল আখলাকের প্রতি বিশেষ নজরদারি।
- আরবি সহ বাংলা, ইংরাজি, গণিত বিষয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব।
- দুর্বল ও অমনযোগী ছাত্রদের বিশেষ ব্যবস্থায় মনযোগী করে তোলা
- স্বাস্থ্য-সম্মত খাবার এবং সুন্দর-মনোরম পরিবেশ।
- হামদ-নাত ও ইসলামিক সঙ্গীত চর্চা করানো হবে।
- ক্যাম্পাসটি সিসিটিভি ক্যামেরা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।
- আদর স্নেহের সঙ্গে ছাত্রদের গড়ে তোলার প্রচেষ্টা।
- মেধাবি, গরিব, এতিম ছাত্রদের জন্য বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা।

মেধাবি, গরিব, এতিম ছাত্রদের জন্য বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা

বাংলা, ইংরাজি, গণিত বিষয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব

আপনার সন্তানকে আন্তর্জাতিক মানের হাফেজ বানানোর জন্য আমাদের ওপর নির্ভর করতে পারেন

বাড়গড়চুমুক, শ্যামপুর, হাওড়া, পিন- ৭১১৩১২

যোগাযোগ ঃ- ৯১৪৩০৭৬৭০৮ ৮৫১৩০২৭৪০১

পরিচালনায় ঃ দানবীর ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট

প্রথম নজর

সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক টুইট করায় এফআইআর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ায় বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের মিথ্যা এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক টুইট করার অভিযোগে এদিন নবদ্বীপ থানায় বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হল নবদ্বীপ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে। সোমবার দুপুর ১২টায় নবদ্বীপ থানায় পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির সভাপতি ও কেন্দ্রীয় উপমন্ত্রী ড.সুকান্ত মজুমদারের বিরুদ্ধে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। অভিযোগ, তিনি আজ তাঁর অফিসিয়াল টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে একটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত,মিথ্যা এবং সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক টুইট করেছেন, যা রাজ্যের শান্তি ও সম্প্রীতি বিঘ্নিত করতে পারে।এই অভিযোগ নবদ্বীপ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে থেকে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ছাত্র পরিষদের সভাপতি রাজদীপ চ্যাটার্জি বলেন,আমরা দৃঢ়ভাবে মনে করি, এই ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্যের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি,যাতে রাজ্যে শান্তি বজায় থাকে।”

আন্দুলে নিট কেয়ারের সভা

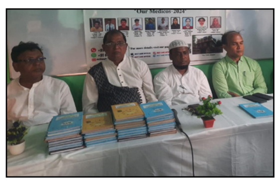

নিজ্বে প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়া জেলার আন্দুল রেল স্টেশনের অদূরে প্রত্যন্ত গ্রাম রঘুদেববাটি এলাকায় আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিট কেয়ারের বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হল সংস্থার সভা ঘরে। সভায় উপস্থিত ছিলেন রেনবো হাসপাতালের কর্ণধার আজিজুল সাহেব, ডব্লুবিসিএস রাকিব, হাফিজ মাস্টার, মেচেদার সাংবাদিক ও আইনজীবী জুলফিকার আলি প্রমুখ। নিট কেয়ার এর কর্ণধার নওশাদ আলি বলেন, ২০২৪ সাল থেকে আমরা কয়েকজন ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে নিট কেয়ার শুরু করেছি।সভায় সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ সিদ্দিক। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন আনিসুর রহমান।

ওয়াকফ বিল বিরোধী প্রতিবাদ সভা কুলি চৌরাস্তা মোড়ে

সাবের আলি ● বড়ঞা

আপনজন: ওয়াকফ সংশোধনী বিল বাতিলের দাবিতে প্রতিবাদ সভা সোমবার বড়ঞা থানার কুলি চৌরাস্তা মোড়ে ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে ক্রমেই জোরদার হচ্ছে প্রতিবাদ। ওয়াকফ সম্পত্তি বাঁচাতে আজ একটি প্রতিবাদ সভার আয়োজন করল মুর্শিদাবাদ জেলার বড়ঞা ব্লক কুলি চৌরাস্তা । ওয়াকফ বিলের বিরোধিতায় প্রতিবাদ ও কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে গৌরব বড়ঞা থানার কুলি চৌরাস্তা মোড়ে ডাকে শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ সভার শেষ হয়। একইসঙ্গে সভা থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন বক্তারা। এ দিন দূর-দূরান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষ প্রতিবাদ সভায় অংশ নেন। ব্লক এলাকার উলামায়ে কেরামগণ। এই প্রতিবাদ সভায়, হাজার হাজার ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষেরা কুলি চৌরাস্তা মোড়ে শান্তিপূর্ণভাবে যোগদান করেন। সকলের বক্তব্য, আমরা কোনো মিছিল করব না, আমরা মৌখিকভাবে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদে সভা করবো। তবে প্রতিবাদ সভা চলাকালীন মিছিলে আসা কয়েকজন লোকজন রাস্তা বসে পড়ে, তাতে সামান্য কিছুক্ষণ যানজট সৃষ্টি হয়, পুলিশ তাদের সঙ্গে কথা বলে তাদের বুঝিয়ে শান্ত করে কিছুক্ষণের মধ্যে অবরোধ উঠিয়ে নেয়। এলাকার সাধারণ বুদ্ধিজীবী মানুষ পুলিশকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

কৃষক আন্দোলনের মতো ওয়াকফ বিলের প্রতিবাদ চাই: নওশাদ

আব্দুস সামাদ মন্ডল ● কলকাতা

আপনজন: সোমবার শিয়ালদহ থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত ওয়াকফ বিলের প্রতিবাদে আইএসএফ এর দলীয় কর্মসূচি ছিল। সেই কর্মসূচিতে দলীয় সমর্থকদের যোগ দিতে আসতে বাধা দেওয়ায় ভাঙড়ের নানা এলাকায় পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধের ঘটনা ঘটে। ভাঙড়ে আইএসএফ কর্মী ও পুলিশের খণ্ডযুদ্ধ নিয়ে রাজ্য প্রশসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি। নওশাদের অভিযোগ, সংবিধান বিরোধী আচরণ করেছে রাজ্যের পুলিশ। সব কিছু বাংলার মানুষের হাতে ছেড়ে দিলাম। আমরা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় জবাব দেব। এদিন পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি ছিল শিয়ালদা থেকে ধর্মতলার বাবা সাহেব আম্বেদকরের মূর্তি পর্যন্ত পথযাত্রা করার। সেই মতো বিকাল ৩ তিনটার দিকে শিয়ালদা থেকে পথযাত্রা বের হয়ে মৌলালি পর্যন্ত পৌঁছায়। মৌলালিতে গেলে পুলিশ পথ আটকায়। আইএএফ সমর্থকদের হাতে ছিল জাতীয় পতাকা। পুলিশের দাবি ধর্মতলা যেতে তাদের পারমিশন নেই, তাদেরকে রামলীলা ময়দান পর্যন্ত যেতে দেওয়া হবে।

এ নিয়ে নওশাদ সিদ্দিকি বলেন, পারমিশন ছিল তারপরেও যখন আইন রক্ষক তথা পুলিশ যেটা মানা করছে তাদের কথাকে মান্যতা দিতেই আমরা রামলীলা ময়দানে যাই। নওশাদ বলেন, রাজ্য সরকার ওয়াকফ আইন এখানে লাগু হতে দেবে না বলেছে। আমরাও তাই চাই। যার কারণেই আমাদের আজকের এই কর্মসূচি।

নওশাদ আরও বলেন, সংশোধনীর নামে কেন্দ্র সরকার আমাদের মা-বোনদের বিপদে ফেলেছে। ভুল বোঝানো হচ্ছে যে ধর্মীয় কারণে এর প্রতিবাদে নেমেছে। আমি বলছি, এটা কোনও ধর্মীয় কারণে প্রতিবাদ নয়, এটা একটা আর্থ সামাজিক বিষয়। কৃষক বিলের প্রতিবাদে যেমন গোটা দেশের কৃষক সমাজ পথে নেমেছিল, কেন্দ্রীয় আইন প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছিল, এখানে আমাদেরও তেমনই করতে হবে। আজ মুসলিমদের সম্পত্তি নিয়ে এই আইন করছে, কাল হিন্দু, খ্রিস্টান, শিখদের সম্পত্তি নিয়েও হবে। তা আমাদের রুখতে হবে। তবে শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করতে হবে আমাদের। শান্তিপূর্ণ আন্দোলন না হলে সেখানে আইএসএফ নেই। কিন্তু এরপরও বিকেলে রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে নতুন করে বিক্ষোভ শুরু হয়। সবমিলিয়ে ওয়াকফ ইস্যুতে পরিস্থিতি যে অগ্নিগর্ভ ছিল সে ছবিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সাম্প্রদায়িক হানাহানি করে ফায়দা লোটার চেষ্টা বিজেপির: রাজীব ব্যানার্জি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: সাম্প্রদায়িক হানাহানি করে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার চেষ্টা করছে বিজেপি, হাওড়ায় মন্তব্য রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তৃণমূল নেতা রাজীব ব্যানার্জির। তিনি আরও বলেন, মুর্শিদাবাদের ঘটনা বিজেপি ইচ্ছাকৃতভাবে ঘটিয়ে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তার ফায়দা তুলতে চেষ্টা করছে।কিন্তু এতে কোনও লাভ হবেনা। আসন সংখ্যা আরো কমবে বিজেপির। হাওড়ার এদিন এক অনুষ্ঠানে এসে বিজেপির তীব্র সমালোচনা করেন তিনি। রাজীব বলেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করছে ওরা। বাইরে থেকে লোক ঢুকিয়ে অশান্তি ছড়িয়েছে মুর্শিদাবাদে। সাম্প্রদায়িক বিভাজন ঘটানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে। রাজ্যের সব মানুষের কাছে আবেদন যাতে বিজেপির পাতা ফাঁদে কেউ যেন পা না দেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ফুরফুরা ইয়ং মেনসের নয়া কমিটি গঠিত

সেখ আব্দুল আজিম ● হুগলি

আপনজন: গঠিত হল ফুরফুরা ইয়ং মেনস এ্যাসোসিয়েশনের নব নির্বাচিত কমিটি। এই কমিটি তিন বৎসরের জন্য গঠিত হয়। প্রসঙ্গত ফুরফুরা ইয়ং মেনস এ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩২ সালে।
নব কমিটির কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন সামিম আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন কাজী মহঃ হেদায়েতুল্লাহ।
ইতিপূর্বে সামিম আহমেদ পূর্ব কমিটির সভাপতি ছিলেন।
নতুন কমিটির সাধারণ সম্পাদক কাজী মহঃ হেদায়েতুল্লাহ যিনি শিয়াখালা সঞ্জীবনী হেলথ কেয়ার নার্সিংহোমের অন্যতম কর্ণধার ও বিশিষ্ট সমাজসেবী। কাজী মহঃ হেদায়েতুল্লাহ জানান, ক্লাবের ঐতিহ্যের পরম্পরা অব্যাহত রেখে যুগোপযোগী পদক্ষেপ নেওয়া নতুন কমিটির উদ্দেশ্য।

কোচবিহারের মিনি ব্রিগেডে ওয়াকফ নিয়ে সমাবেশে ব্যাপক ভিড়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কোচবিহার

আপনজন: ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলনের হুমকি দিলেন অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল’ বোর্ডের সদস্য মাওলানা কামরুজ্জামান। কোচবিহারের রাসমেলা ময়দানে এদিন নস্যশেখ, ইমামসহ বিভিন্ন সংগঠনের যৌথসংস্থা ইউনাইটেড মিল্লাত মঞ্চের পক্ষথেকে আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মুহাম্মদ কামরুজ্জামান বলেন নরেন্দ্র মোদীর তৈরি করা কালাকানুন মুসলমানরা মেনে নেবে না। দেশজুড়ে আন্দোলন চলবে। কোচবিহার শহরের আজ সেই আন্দোলনের কোয়ার্টার ফাইনাল হল। ২৬ এপ্রিল শনিবার কলকাতার ব্রিগেড ময়দানে হবে সেমিফাইনাল আন্দোলন। আর ফাইনাল আন্দোলন হবে দিল্লিতে। সমাবেশে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড মিল্লাত মঞ্চ সাধারণ সম্পাদক পশ্চিমবঙ্গ নস্যশেখ ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান আমিনাল হক, ইউনাইটেড মিল্লাত মঞ্চের সভাপতি হাফেজ মহসিন আলী, মোঃ মহিউদ্দিন, সামিম আখতার, আহসান উল আলম সরকার, মোঃ নাসিরুদ্দিন প্রমূখ। জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে হাজার হাজার মানুষ মিছিল করে শহরে প্রবেশ করেন। শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত শান্তিপূর্ণভাবে সমাপ্ত হয়।

মুর্শিদাবাদের ঘটনার পেছনে কি ছক ছিল, দেখুক পুলিশ: ফিরহাদ হাকিম

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন:মুর্শিদাবাদে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে। পুলিশের ডিজি বিষয়টি দেখছে । তবে এর পেছনে কি কারণ, কি পরিকল্পনা ছিল , সেটাও দেখতে অনুরোধ জানাব পুলিশকে। মুর্শিদাবাদ প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করেন ফিরহাদ হাকিম। রাজ্যপাল রেড ক্রস এর কথা বলছেন। বলতেই পারেন। আগের রাজ্যপালকে দেখে প্রমোশন যাতে হয় সেজন্য এইসব বলছেন।
সোমবার কালীঘাটে স্কাই ওয়াক উদ্বোধন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ফিরহাদে বলেন, ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়েই আমরা সব কাজ করি। ফিরহাদ হাকিম বলেন,যোগীও বলছেন। কিন্তু গুজরাতের দিকে আগে তাকিয়ে দেখুন কি পরিস্থিতি সেখানে।
ফিরহাদ হাকিম আরও বলেন, মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গে ওয়াকফ নয়া আইন লাগু হবে না। তারপরেও কিছু মানুষ কেন রাস্তায় নেমে নাটক করছেন। নিজেদের কাছে কত মানুষ আছে তা বোঝাতে রাস্তা অবরোধ করে সাধারণ মানুষকে দুর্ভোগে কেন ফেলছেন। পশ্চিমবঙ্গ মৌলবাদীদের হাতে যাবে না। পশ্চিমবঙ্গ শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ ,নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ,রবীন্দ্রনাথ, কাজী নজরুল ইসলাম এদের আদর্শ নিয়েই চলবে। বলে সাংবাদিকদের কাছে দাবি করেন ফিরহাদ হাকিম।
এদিকে মুর্শিদাবাদের ঘটনা প্রসঙ্গে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,
সবাইকে শান্ত রাখার কথা বলব। সবাই শান্তিতে থাকুন এটাই চাই।আম্বেদকরের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। যারা এটা করছেন তারা দুস্কৃতিকারী। বিধানসভায় সরকার পক্ষ কোনো রেজুলেশন আনলে আলোচনা করতে পারি। বিধানসভার অধ্যক্ষ আরো বলেন, ইলেকট্রনিক্স ডিভাইজার ইউটিলাইজ করছে দুষ্কৃতিকারীরা। নানা ধরনের অনলাইনে প্রতারণার ঘটনা ঘটছে। অন্য জায়গার ছবি দেখিয়ে এই রাজ্যে গোলমাল হয়েছে বলে উস্কানিমূলক প্রচার করা হচ্ছে। ধর্মীয় উস্কানি কখনও উচিত নয়। এর থেকে সংযত থাকতে হবে। সব ধর্ম নিয়ে ভারত বর্ষ। ধর্মীয় উস্কানিমূলক মন্তব্য যারা করছেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে মনে করেন অধ্যক্ষ।

সীমান্তের চাষিদের পাশে জেলা পরিষদের সদস্য

সজিবুল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী মুর্শিদাবাদের জলঙ্গী ব্লকের ঘোষপাড়া অঞ্চলের পরাসপুর চর,উদয়নগর চর সহ সীমান্তের প্রায় ৫০ জন চাষিদের হাতে পাটের বীজ সহ অন্য কৃষি সামগ্রিক তুলে দেওয়া হয় বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাকের নির্দেশে, জেলা পরিষদের সদস্য রাজ্জাক হোসেনের উদ্যোগে, ব্লক কৃষি দপ্তরের সহযোগিতায়। এদিন দলীয় জনপ্রতিনিধি ও কর্মী সমর্থকদের নিয়ে সীমান্তের চরের শিবির প্রাঙ্গনে চাষিদের বিভিন্ন সমস্যার কথা শুনেন ও তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেওয়ার পর সীমান্তের চাষিদের হাতে পাটের বীজ তুলে দেওয়া হয়।
সঙ্গে ছিলেন তৃণমূল নেতা টনিক মোল্লা,রনি মন্ডল ও ইকবাল আহামেদ,ঘোষপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত সদস্যর প্রতিনিধি রাজদুল মন্ডল,চরের মেম্বার জাবদুল ইসলাম প্রমুখ। এদিন চাষিদের পাটের বীজ বিতরণ শেষে জেলা পরিষদের সদস্য রাজ্জাক হোসেন বলেন আমাদের নেত্রী তথা রাজ্যর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায়,বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাকের নির্দেশে আমার জেলা পরিষদের সংসদ এরিয়ার চাষিদের সমস্যার কথা ভেবে ব্লক কৃষি দপ্তরের সহযোগিতায় প্রায় ৫০ জন চাষিদের হাতে পাটের বীজ ও কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হয় যাতে করে সীমান্তের চাষিদের উপকৃত হয়।তিনি আরো বলেন আমাদের নেত্রী যেভাবে রাজ্যর মানুষের জন্য উন্নয়ন করে চলেছে সেই উন্নয়নের শরীক হতেই আমরা এদিন সীমান্তের গ্রামে পৌঁছিয়ে রাজ্য সরকারের উন্নয়ন পৌঁছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি মাত্র।এদিন পাটের বীজ পেয়ে খুশি সীমান্তের চাষিরা।

পরিবহণ শ্রমিকদের বিক্ষোভ সভা রামপুরহাটে, ‘ব্রিগেড চলো’র ডাক

আজিম শেখ ও শেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: অসংগঠিত সড়ক পরিবহন শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করতে হবে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১০৬ এর (১) এবং (২) ধারা প্রত্যাহার করতে হবে। মোটর ভেহিকেল সংশোধনী আইন ২০১৯ শ্রমিক স্বার্থে সংশোধন করতে হবে। শ্রমিক বিরোধী শ্রমকোড বাতিল করো। এই দাবিতে পরিবহন শ্রমিকদের বিক্ষোভ সভা রামপুরহাট বাস স্ট্যান্ডে। সিআইটিইউ অনুমোদিত বীরভূম জেলা পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নের রামপুরহাট শাখার আহ্বানে রামপুরহাট বাসস্ট্যান্ডে বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন শ্রমিক নেতা অমিতাভ সিং, খুরশেদ আলম, হিমাদ্রি শুভ্র ব্যানার্জী। সভাপতিত্ব করেন গৌরাঙ্গ মন্ডল। বিক্ষোভ সভায় শ্রমিক নেতা অমিতাভ সিং বলেন ৮ ঘন্টা কাজ, সাপ্তাহিক ছুটি, ন্যূনতম মজুরি, পিএফ, ইএসআই ইত্যাদির মত কোন বিধিবদ্ধ আইন অসংগঠিত পরিবহন শ্রমিকদের জন্য লাগু করছে না সরকার। বামফ্রন্ট সরকারের করা পরিবহন শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প কার্যত বন্ধ। পুলিশি হয়রানি পরিবহন শ্রমিকদের নিত্যদিনের সঙ্গী। সড়ক পরিবহন শ্রমিকেরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সমস্ত আবহাওয়ায় পরিষেবা দিয়ে চলেছে। কোভিড মহামারী চলাকালীন সারা দেশ যখন লকডাউন তখন পরিবহন শ্রমিকেরা ছিল রাস্তায়, অথচ সড়ক পরিবহন শ্রমিকদের সরকার অবহেলা করে চলেছে। সড়ক পরিবহন থেকে প্রতিবছর কেন্দ্রীয় সরকারের আয় প্রায় পাঁচ লক্ষ কোটি টাকা, পরিবহন ক্ষেত্র, কৃষির পরে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র, তাই পরিবহন শ্রমিকদের দাবি মানা সরকারের দায়িত্ব। ডিজেলের দাম, বীমা প্রিমিয়াম এবং টোল চার্জ কমাতে হবে। প্রাইভেট ফাইন্যান্স কোম্পানির খপ্পর থেকে ছোট মালিকদের রক্ষা করতে জাতীয়করণকৃত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র মালিকদের ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে। অসংগঠিত সড়ক পরিবহন শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করতে হবে। সভা থেকে শিক্ষা দুর্নীতিতে যুক্ত সব মাথাদের শাস্তি চাই। মিচিল থেকে ২০ শে এপ্রিল চলো চলো ব্রিগেড চলো আহ্বান জানানো হয়।

পুলিশকে নিয়ে মদের ঠেক ভাঙলেন মহিলারা

অরবিন্দ মাহাতো ● পুরুলিয়া

আপনজন: চোলাই মদের বিরুদ্ধে ফের সরব হল পুরুলিয়ার কেন্দা থানার বানসা গ্রামের মহিলারা। গত ৬ এপ্রিল গ্রামে মদ বিক্রির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে মিছিল ও ফতোয়া জারি করেছিলেন তাঁরা। এবার সেই আন্দোলন আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল, যখন মহিলাদের দল পুলিশকে সাথে নিয়ে সরাসরি চোলাই মদের আসরে হানা দিল। সোমবার কেন্দা থানার পুলিশ বানসা ছাড়াও জ্যোতিয়াট্যাঁড় ও গুগুইট্যাঁড় গ্রামে অভিযান চালিয়ে প্রায় ১০০ লিটারেরও বেশি চোলাই মদ ও মদ তৈরির কাঁচামাল নষ্ট করে। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় বেশ কয়েকজন চোলাই মদের কারবারি।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই এই অঞ্চলে চোলাই মদের কারবার চলছিল, যার জেরে সমাজে নানা সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছিল। মহিলাদের অভিযোগ, পরিবারের পুরুষ সদস্যরা মদ্যপান করে নানাভাবে সমস্যা সৃষ্টি করছিলেন। ফলে বাধ্য হয়েই তাঁরা রাস্তায় নামেন এবং এই অবৈধ ব্যবসার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। প্রতিবাদী মহিলারা জানিয়েছেন, তাঁদের এই আন্দোলন চলতেই থাকবে যতদিন না পুরোপুরি এই সমস্যা নির্মূল হয়। এ প্রসঙ্গে কেন্দা থানার পুলিশ জানিয়েছে, এলাকায় নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে এবং অবৈধ মদের কারবারিদের বিরুদ্ধে আইনত কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বানসা গ্রামে গুলাব গ্যাং-এর এই পদক্ষেপ এখন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অনুপ্রেরণার বার্তা ছড়াচ্ছে।

সংবিধান বাঁচাও সভা আম্বেদকর স্মরণ অনুষ্ঠানে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: সোমবার হুগলির শ্যাওড়া ফুলি তে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হলো আসসাদিক এডুকেশনাল এন্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট এর উদ্যোগে বিভিন্ন সংগঠনের কর্নধার, উলামাজরতগন ,বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, অন্যান্য সমাজকর্মীদের নিয়ে আলোচনা সভা হলো, “সংবিধান বাঁচাও “ও ওয়াকফ সংশোধনী বিল ২০২৫ বাতিল করা, ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন রকম বক্তব্য উঠে আসে। সভার সভাপতিত্ব করেন আ.বা.মা.র কার্যকরি সভাপতি অধ্যাপক আহসান আলি। উপস্থিত ছিলেন আল হিকমা মিশনের সম্পাদক আজিজুল হক, সমাজকর্মী নিজামুদ্দিন সেখ, ইমাম সংগঠনের হুগলির সভাপতি আলহাজ্ব হাবিবুল্লাহ, আসসাদিক এডুকেশনাল এন্ড ওয়েলফেয়ার মুখপাত্র আবু আফজাল জিন্না প্রমুখ।

সাংবাদিক সম্মেলন মাদ্রাসা কল্যাণ সমিতির

নুরুল ইসলাম খান ● হাওড়া

আপনজন:সোমবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে বেঙ্গল মাদ্রাসা কল্যাণ সমিতির একটা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান আহমাদ হাসান ইমরান,পীরজাদা আলহাজ্ব সাওবান সিদ্দিকী, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আবু সালেহ রেজওয়ানুল কারিম, প্রাক্তন সুপারিনটেনডেন্ট মুফতি আজম সাহেব, সংগঠনের সভাপতি মাওলানা মসিহুর রহমান, সম্পাদক ডঃ আশরাফ হোসেন ও মাওলানা নুরুল্লাহ সহ অনেক নেতৃত্ব। আহমাদ হাসান ইমরান বলেন রাজ্যের মাদ্রাসা শিক্ষা একটি ঐতিহ্যময় প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা। পীরজাদা সওবান সিদ্দিকী বলেন বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী তথা স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী মাওলানা আবুল কালাম আজাদ সহ অসংখ্য গুনীজন এই মাদ্রাসার উজ্জ্বল নক্ষত্র। ফুরফুরা শরীফের পীর দাদা হুজুর সহ পাঁচ হুজুর কয়েক হাজার মক্তব মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। মাওলানা মশিউর রহমান, ড.আসরাফ হোসেন ও পীরজাদা সৈয়দ আফতাব উদ্দিন হোসাইন বক্তব্য রাখেন। মাদ্রাসা সমাচার একটি পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা সাংবিধানিক, সুপ্রিম কোর্টের রায় দিয়েছে। বেশ কিছু দাবি পেশ করা হয়েছে।

প্রথম নজর

প্রাণ হারালেন ফিলিস্তিনি শিল্পী দীনা খালেদ

আপনজন ডেস্ক: ইসরাইলি সামরিক বাহিনীর (আইডিএফ) বিমান হামলায় ২২ বছর বয়সী ফিলিস্তিনি চিত্রশিল্পী দীনা খালেদ জাউরুব নিহত হয়েছেন। অবরুদ্ধ গাজার দক্ষিণে এ হামলার ঘটনা ঘটে। খবর মিডল ইস্ট আইয়ের। প্রতিবেদনে বলা হয়, দীনা খালেদ জাউরুব গাজায় ইসরাইলি হামলায় নিহত ফিলিস্তিনিদের প্রতিকৃতি আঁকার জন্য বেশ পরিচিত ছিলেন। ২০১৫ সালে, সশস্ত্র সংঘাতে শিশুদের অধিকারের ওপর আঁকা চিত্রকর্মের জন্য আল মেজান সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস পুরস্কার জিতেছিলেন তিনি।

খান ইউনিসের পশ্চিমে স্যান্ড বিচ রিসোর্টের কাছে তার পরিবারের আশ্রয়কেন্দ্রের একটি তাঁবুতে ইসরাইলি বোমা আঘাত হানে। এ হামলায় জাউরুব প্রাণ হারান।

শারজার বহুতল আল নাহদা ভবনে আগুন, নিহত ৫

আপনজন ডেস্ক: শারজার আল নাহদা এলাকার একটি বহুতল টাওয়ারে আগুন লাগার ঘটনায় পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের মধ্যে চারজন অজ্ঞাত ব্যক্তিও রয়েছেন বলে জানা গেছে। রবিবার ভোরে আবাসিক টাওয়ারটির ৪৪তম তলায় আগুন লাগার এই ঘটনা ঘটে। সংযুক্ত আরব আমিরাতভিত্তিক সংবাদমাধ্যম খালিজ টাইমস এ খবর জানিয়েছে। ওই চারজন অজ্ঞাত ব্যক্তি আগুন থেকে পালাতে গিয়ে পড়ে মারা গেছেন বলে জানা গেছে। চল্লিশের কোঠার এক পাকিস্তানি ব্যক্তিও হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান এ ঘটনায়। এ ছাড়া আরো ছয়জন গুরুতর আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। আহতরা বর্তমানে আল কাসিমি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এবং তাদের অবস্থা স্থিতিশীল। জরুরি বিভাগের দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ সত্ত্বেও আগুনে দগ্ধ চারজন নিহত হয়েছেন। তারা পালানোর চেষ্টা করার সময় ভবন থেকে পড়ে গিয়েছিলেন। তাদের মৃতদেহ সম্পূর্ণরূপে পুড়ে গেছে। তবে কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে, পাকিস্তানি ওই ব্যক্তি পুড়ে না গেলেও হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। শারজা সিভিল ডিফেন্স জানিয়েছে, বেলা ১১টা ৩০ মিনিটে আগুন লাগার খবর পাওয়া যয়। বিভিন্ন স্টেশন থেকে দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে বাসিন্দাদের সরিয়ে নিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুন লাগার সঠিক কারণ এখনো অজানা এবং তদন্ত শুরু করা হয়েছে। সন্ধ্যার পর বাসিন্দাদের ধীরে ধীরে তাদের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। তবে নিরাপত্তা পরীক্ষা সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত ৩০তম তলার ওপরের তলায় প্রবেশাধিকার সীমিত থাকবে। সাহারা সেন্টারের বিপরীতে অবস্থিত এই ভবন আমিরাতের সবচেয়ে উঁচু ভবনগুলোর মধ্যে একটি।

অবিলম্বে ‘গাজাযুদ্ধ’ বন্ধের দাবিতে সোচ্চার ইসরাইলি গোয়েন্দা-সেনা-চিকিৎসকরা

আপনজন ডেস্ক: গাজায় হামাসের হাতে আটক বন্দিদের মুক্তি ও গাজায় যুদ্ধ বন্ধের দাবিতে ইসরাইল সরকারের ওপর চাপ বাড়াচ্ছেন দেশটির সাবেক গোয়েন্দা কর্মকর্তা, সেনা ও চিকিৎসকরা। তাদের বক্তব্য, যুদ্ধ থামিয়ে হলেও বন্দিদের ফিরিয়ে আনা হোক।

এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল কয়েকদিন আগে।ইসরাইলি বিমানবাহিনীর ১০০০ সাবেক সদস্যের একটি খোলা চিঠি দিয়ে। এবার তাদের সেই দাবিতে সমর্থন জানালেন ২৫০ জনের বেশি সাবেক মোসাদ কর্মকর্তা ও নিরাপত্তা কর্মী। এদের মধ্যে আছেন গোয়েন্দা সংস্থার সাবেক প্রধান ড্যানি ইয়াতোম, এফ্রায়িম হালেভি ও তামির পারদো।

তাদের চিঠিতে বলা হয়েছে, ‘গাজায় যুদ্ধ চলতে থাকায় বন্দি ও সেনাদের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ছে। এই কষ্ট থামাতে সরকারকে সাহসী ও দায়িত্বশীল সিদ্ধান্ত নিতে হবে।’

সাবেক মোসাদ সদস্যদের মতে, বন্দিদের মুক্তি পাওয়া জাতীয় নিরাপত্তা ও নৈতিকতার প্রশ্ন।

তারা বলেন, ‘অতিবাহিত হওয়া প্রতিটি দিন বন্দিদের জীবনের ঝুঁকি বাড়াচ্ছে। বিলম্ব হওয়া প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের জন্য লজ্জাজনক।’

চিঠিটি পরিচালনা করেছেন ইসরাইলের সবেক প্রধান বন্দি বিনিময় মধ্যস্থতাকারী ডেভিড মেইদান। তিনি ২০১১ সালে গিলাদ শালিতকে মুক্ত করার চুক্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন।

এদিকে গাজা যুদ্ধ বন্ধ করে বন্দিদের ফিরিয়ে আনার আহ্বানে তাদের সঙ্গে শামিল হয়েছেন ইসরাইলের ২০০ সামরিক চিকিৎসক ও ১০০০ শিক্ষাবিদ। দেশটির চ্যানেল ১৩ জানিয়েছে, রোববার প্রকাশিত একটি পিটিশনে তারা যুদ্ধ থামানোর দাবি জানান। চিকিৎসকরা বলেন, ‘আমরা সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটে রিজার্ভ চিকিৎসক হিসেবে কাজ করি। আমরা দাবি করছি, গাজা যুদ্ধ অবিলম্বে থামাতে হবে এবং বন্দিদের ফিরিয়ে আনতে হবে।’

তাদের মতে, যুদ্ধ এখন আর নিরাপত্তার জন্য নয়, বরং রাজনৈতিক স্বার্থে চালানো হচ্ছে। পিটিশনে তারা আরও বলেন, ‘৫৫০ দিনের বেশি সময় ধরে চলা এই যুদ্ধ ইসরাইলের জন্য ব্যাপক ক্ষতির কারণ হয়েছে। আমরা বেদনার সঙ্গে বলছি, এই যুদ্ধ রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত স্বার্থে পরিচালিত হচ্ছে, এর সঙ্গে নিরাপত্তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই।’ তারা বলেন, ‘গাজায় হামলা চলাকালীন প্রায় ৪০ জন বন্দি নিহত হয়েছেন। আমরা চিকিৎসক হিসেবে জীবনের পবিত্রতায় বিশ্বাস করি। যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া ও বন্দিদের পরিত্যাগ করা আমাদের নৈতিকতার পরিপন্থি’।

সামরিক চিকিৎসকদের এই পিটিশন আরও বড় এক ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর বিরোধিতার ধারাবাহিক অংশ।এই আন্দোলনে শামিল হয়ে সেনা রিজার্ভ সদস্য, বিশেষ বাহিনী ও শিক্ষাবিদরাও একই দাবি জানাচ্ছেন—বন্দিদের মুক্তির জন্য যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে। গত কয়েক দিনে অন্তত ৬টি পিটিশন প্রকাশিত হয়েছে।

যারা ইতোমধ্যেই যুদ্ধবিরোধী পিটিশনে স্বাক্ষর করেছেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন- বিমানবাহিনীর ১,০০০ রিজার্ভ সদস্য, প্রায় ১,০০০ শিক্ষাবিদ, সাঁজোয়া বাহিনী, নৌবাহিনী, ৮২০০ ইউনিট, প্যারাট্রুপার্স ১৩তম ব্যাটালিয়ন, শালদাগ, সায়েরেট মাতকাল এবং মোরান ইউনিটের সদস্যরা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বিরোধী মামলায় ফের কাঠগড়ায় জাকারবার্গ

আপনজন ডেস্ক: সাত বছর আগে মেটার প্রধান নির্বাহী মার্ক জাকারবার্গ প্রথমবারের মতো মার্কিন কংগ্রেসে সাক্ষ্য দেন। আইনজীবীদের তত্ত্বাবধানে দুই সপ্তাহের প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের পর তিনি দুই দিনে পর পর তিনটি শুনানিতে অংশ নেন, যা ছিল তার জন্য একধরনের কঠিন পরীক্ষার মতো।

৪০ বছর বয়সী জাকারবার্গ তার পর থেকে আরো বেশ কিছুবার এমন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে গেছেন। কংগ্রেসে তিনি আটবার এবং আদালতে অন্তত দুইবার সাক্ষ্য দিয়েছেন, যা বড় প্রযুক্তি কম্পানিগুলোর অন্য যেকোনো নির্বাহীর চেয়ে বেশি।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৫৩মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.০১মি.

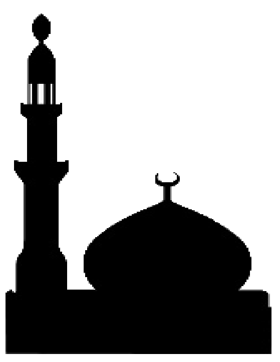

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৫৩	৫.১৬
যোহর	১১.৪২	
আসর	৪.০৭	
মাগরিব	৬.০১	
এশা	৭.১৩	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৮	

জাপানে জনসংখ্যা হ্রাসে রেকর্ড সৃষ্টি হল

আপনজন ডেস্ক: জাপানে জনসংখ্যা ২০২৪ সালের অক্টোবরে ১২ কোটি তিন লাখে নেমে এসেছে, যা আগের বছরের তুলনায় আট লাখ ৯৮ হাজার জন কম। দেশটির সরকারি তথ্যের উদ্ধৃতি দিয়ে সোমবার এএফপি এক প্রতিবেদনে এ খবর জানায়।

প্রতিবেদন অনুসারে, জাপানের জন্মহার বিশ্বে সর্বনিম্ন। এর ফলে দেশটিতে কর্মক্ষম জনসংখ্যা ও ভোক্তার সংখ্যা কমছে।

ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলো কর্মী নিয়োগে হিমশিম খাচ্ছে। জাপানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতে, ১৯৫০ সালে দেশটির সরকার তুলনামূলক তথ্য সংগ্রহ শুরু করার পর থেকে এবারই সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে।

জাপানের চিফ কেবিনেট সেক্রেটারি ইয়োশিমাসা হায়াশি সোমবার নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে বলেন, সন্তান ধারণ করতে চায়—এমন তরুণ পরিবারগুলোকে সরকার সহায়তা দেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু অর্থনৈতিক কারণে তা করতে পারছে না।

তিনি আরো বলেন, ‘আমরা বুঝতে পারছি, জন্মহার হ্রাস অব্যাহত রয়েছে। অনেকে সন্তান লালন-পালন করতে চান, কিন্তু তারা তাদের ইচ্ছা পূরণ করতে পারছেন না।’ এদিকে বিদেশি নাগরিকসহ জাপানের জনসংখ্যা কমে এখন ১২ কোটি ৩৮ লাখে দাঁড়িয়েছে।

আল-আকসায় হামলা শত শত অবৈধবসতি স্থাপনকারী ইসরাইলির

আপনজন ডেস্ক: দখলকৃত পূর্ব জেরুজালেমে অবস্থিত আল-আকসা মসজিদ প্রাঙ্গণে ঢুকে হামলা চালিয়েছে শত শত অবৈধ ইহুদি বসতি স্থাপনকারী।সোমবারের এই হামলা ছিল ইহুদি ধর্মীয় উৎসব পাসওভারের দ্বিতীয় দিনের অংশ হিসেবে সংগঠিত হামলা।

জেরুজালেমের ইসলামিক ওয়াকফ বিভাগ সোমবার এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানায়।এতে বলা হয়, ৭৬৫ জন অবৈধ বসতি স্থাপনকারী ইসরাইলি পুলিশের নিরাপত্তা সহযোগিতায় আল-মুগাররাবা গেট দিয়ে আল-আকসা প্রাঙ্গণে ঢুকে পড়ে। তারা দলবদ্ধভাবে প্রবেশ করে মসজিদের ভেতরে বিভিন্ন স্থানে অবস্থান নেয় ও হামলা চালায়।এর আগের দিন রোববারও (পাসওভারের প্রথম দিনে) প্রায় ৫০০ জন অবৈধ বসতি স্থাপনকারী

একইভাবে আল-আকসায় প্রবেশ করে ও হামলা চালায়।

ফিলিস্তিনি ওয়াকফ ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গত রমজানে (২০২৫ সালের মার্চ-এপ্রিল) ২১ বার আল-আকসা মসজিদে অবৈধভাবে ঢুকে হামলা চালানো হয়।জেরুজালেম গভর্নর অফিসের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের প্রথম তিন মাসে (জানুয়ারি-মার্চ) ১৩,০৬৪ জন অবৈধ বসতি স্থাপনকারী আল-আকসায় প্রবেশ করে।আল-আকসা মসজিদ ইসলাম ধর্মের তৃতীয় পবিত্র স্থান।তবে ইহুদি ধর্মাবলম্বীরা একে ‘টেম্পল মাউন্ট’ নামে অভিহিত করে। তাদের দাবি, সেখানে তাদের প্রাচীন দুটি উপাসনালয় ছিল।

এ নিয়ে ফাখরি আবু দিয়াব নামে জেরুজালেম বিষয়ক একজন বিশেষজ্ঞ কিছুদিন আগে আল-আকসা মসজিদের পাশের ‘ডোম অব দ্য রক’ মসজিদে ইহুদি উগ্রপন্থিদের গতিবিধি সম্পর্কে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, এই পবিত্র স্থানটিকে ইহুদিকরণের লক্ষ্যে পরিকল্পিতভাবে আল-আকসার ওপর আক্রমণ চালানো হচ্ছে। ফাখরি আবু দিয়াব পাসওভারের ছুটি এগিয়ে আসার সঙ্গে আল-আকসা মসজিদের ওপর ইহুদিবাদীদের অভূতপূর্ব অপতৎপরতা বৃদ্ধি সম্পর্কে সতর্ক করেন।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
২০ বর্ষ, ১০১ সংখ্যা, ১ বৈশাখ ১৪৩২, ১৬ শাওয়াল ১৪৪৬ হিজরি

বাংলা নববর্ষ

আজ ১৫ এপ্রিল, পহেলা বৈশাখ-বাঙালির প্রাণের উৎসব বাংলা নববর্ষ। এক অনন্য প্রাণোচ্ছলতা ও আবেগঘন আবহে প্রতি বৎসর এই দিনটি আমাদের হৃদয়ে লইয়া আসে নূতনের প্রতিশ্রুতি, অতীতের গ্লানিমোচনের প্রত্যয়, আর আগামী দিনগুলির জন্য এক আশাবাদী প্রত্যাশা। বাংলার অপূর্ব মাটিগন্ধমাখা প্রাণের এই বৈশাখ যেন প্রতি বৎসরই আমাদের ডাকিয়া বলে-'এসো হে বৈশাখ, এসো এসো!'

বাংলা নববর্ষ শুরু হয় এমন একসময়, যখন বসন্তের দহনকাল পেরিয়া গ্রীষ্মের উদারতা প্রকৃতিকে ভরিয়া তোলে বিচিত্র রসাল ফলসম্ভারে। আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু ইত্যাদি ফলের মুকুল সবুজ কাঁচা হইতে ধীরে ধীরে পরিণত হইতে শুরু করে। পহেলা বৈশাখ যেন প্রকৃতির এই রূপান্তরের প্রতীক-একটি রূপান্তর, যাহা কেবল ঋতুর নহে, বরং আমাদের মনোজগৎ, আমাদের সময় ও সমাজেরও। বৈশাখের অর্থই যেন নূতনকে বরণ করিয়া লওয়া, পুরাতন ক্ষত মুছিয়া নূতন সম্ভাবনার পথে পা বাড়ানো। তাই তো কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উচ্চারণ করেন: 'মুছে যাক গ্লানি, মুছে যাক জরা, অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা।' এই আহ্বান কেবল ঋতু পরিবর্তনের নহে, ইহা এক আত্মিক শুদ্ধির আহ্বান, এক সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণের সংকেত। আর তাই 'ছাড়ো ডাক, হে রুদ্র বৈশাখ!' কবিতায় কবির সেই রুদ্র-উদ্দীপ্ত আহ্বান যেন আজও সমান প্রাসঙ্গিক। বিশ্ব এখন অস্থিরতার ভিতর দিয়া যাইতেছে। যুদ্ধ, জলবায়ুসংকট, বিভিন্ন ধরনের অস্থিরতা আর সামাজিক বিভাজন আমাদের ঘিরিয়া ধরিয়াছে। এমন সময়ে বাংলা নববর্ষ আমাদের নতুন করিয়া ভাবিতে শেখায়-আমাদের মধ্যে ঐক্য প্রয়োজন। কবি নজরুলের প্রলয়োল্লাসের ঝড় বহিতেছে বিশ্বব্যাপী। ইহার ভিতরেই কবি বলিয়াছেন- 'তোরা সব জয়ধ্বনি কর!/ ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কাল-বোশেখির ঝড়।'

বাংলা নববর্ষের এই সময়টিতে ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নববর্ষ উৎসব উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে। এই উৎসবে রহিয়াছে ইরানের 'নওরোজ'-এর প্রভাব। মোগলরাই ইরানি ঐতিহ্যের সূত্রে ভারতে নববর্ষ চালু করে। ইরানের এই নওরোজ উৎসবের প্রভাব মধ্য এশিয়ার কোনো কোনো অঞ্চলে লক্ষ করা যায়। কাজাকিস্তান, উজবেকিস্তান প্রভৃতি অঞ্চলেও নববর্ষকে নওরোজ নামে অভিহিত করা হয়। তাহারা উৎসবটি উদযাপন করে ২২ মার্চ। মেঘনাথ সাহা ভারতের যে পঞ্জিকা সংস্কার করেন, তাহাতে ২২ মার্চকে নূতন বৎসরের ভিত্তি ধরিয়া ঐ তারিখের অনুষঙ্গী চৈত্র মাসকেই শকাব্দ পঞ্জিকার নববর্ষ হিসাবে ঘোষণা করা হয়। ইন্দোনেশিয়ার বালি ও জাভা অঞ্চলের পঞ্জিকায় এই শকাব্দের অনুসরণে ২৬ মার্চ উদ্‌যাপন করা হয় নববর্ষ। প্রশ্ন উঠিতে পারে-পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে বাংলা নববর্ষের এক দিনের হেরফের কেন হয়? বাংলাদেশে বাংলা একাডেমির উদ্যোগে মেঘনাথ সাহার বৈজ্ঞানিক সংস্কার পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াই ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাংলা সালের সংস্কার করেন। ইহার পরে আরো পরিপূর্ণ সংস্কারের লক্ষ্যে বাংলা একাডেমি একটি টাস্কফোর্স গঠন করিয়া ১৪ এপ্রিলকেই বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন বা পহেলা বৈশাখ হিসাবে গ্রহণ করে। ভারতবর্ষ ছাড়াও থাইল্যান্ডের নববর্ষ 'সংক্রান' উদ্‌যাপিত হয় এপ্রিলের ১৩ থেকে ১৫ তারিখের মধ্যে। সার্বিকভাবে মার্চ ও এপ্রিলের মধ্যে এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দেশে নববর্ষ উদ্‌যাপিত হইতে দেখা যায়। আমরা যে বৃহৎ এক মহাসাগরের স্রোতের অংশ, বাংলার নববর্ষ তাহারও ইঙ্গিত দেয়। আবহমানকালের এত বৎসরের এই সাল এখন মিশিয়া গিয়াছে বাঙালির জাতিসত্তায়।

বস্তুত, বাংলা নববর্ষ আমাদের মনে করিয়ে দেয়, আমরা এক বৃহত্তর ধারার অংশ। ইহা এই বার্তা দেয় যে, আমরা আলাদা কেহ নহি। ইহা বর্তমানে প্রাত্যহিক জীবনে কাজে লাগুক বা না লাগুক, ইহা আমাদের ঐতিহ্যের অংশ। আর এই ঐতিহ্যের মধ্যে আমাদের নিজেদের চিনিতে পারিব। আর নিজেকে চিনার মতো নিজেদের চিনাটাও জরুরি। নববর্ষ সেই চিনার কাজটি করে।

সময় এখন সৌহার্দের, ভ্রাতৃত্বের। সকলের শুভ হউক। শুভ নববর্ষ।

•••••••••••••

বাংলা সন: উৎপত্তি, বিবর্তন ও কিছু কথা

সম্রাট আকবরই বঙ্গাব্দের ঐতিহাসিক প্রবর্তক। বাঙালির সর্বজনীন বর্ষপঞ্জী এই বাংলা সন। বাঙালি জাতিসত্তায় শঙ্কর; বাংলা সনও এক শঙ্করসন। বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্যের স্মারক ও অনন্য জাতিগত বাঙালিয়ানার নাম বঙ্গাব্দ। পহেলা বৈশাখ আজ বিশ্ব ঐতিহ্যের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত যা বাঙালি ও বাংলার গৌরব বই কি। লিখেছেন আসাদুল্লাহ্।

উৎপত্তি : বঙ্গাব্দের বা বাংলা সনের জন্মসন ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দ। মজার বিষয় হল-জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা সনের বয়স দাঁড়ায় ৯৬৪ বছর; আর তার প্রচলন ঘটে আরও ২৯ বছর পর। বঙ্গাব্দের জন্মস্বভাব হচ্ছে কৃষক ও শস্য সংলগ্নতা। এ সহজাত স্বভাবের নিরিখে বাংলা সনকে বলা হয় ফসলি সন। ৯৬৩ বছর বয়সে জন্মগ্রহণ করে ইসলামি ঐতিহ্যের ধারক বাহক হয়ে ওঠে বাংলা সন। বাংলার মাটি মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির স্মারকে বিবর্তিত হয় ফসলি সন বঙ্গাব্দ। বাংলা সনের জন্ম প্রক্রিয়ায় মহামতি সম্রাট আকবরের অমর স্মৃতিবিজড়িত। খাজনা আদায় ও কৃষকের সুবিধার্থে ভারতবর্ষে কয়েকটি অঞ্চলভিত্তিক ফসলি সন চালু করেন আকবর। বাংলা সন তার অন্যতম। সাম্রাজ্যবাদী শাসক হলেও আকবর অনেক জনহিতকর কাজ করেছেন। প্রজাসাধারণের আর্থিক সামর্থ্য থাকলে তো খাজনা পরিশোধ করবে। আকবর তা অনুধাবন করেন। ঘরে ফসল ওঠার মৌসুমে তা বিক্রি করে সহজেই কর পরিশোধ করা সম্ভব। নবরত্নের বাইরের অন্যতম পণ্ডিত আমির ফতে উল্লাহ সিরাজি সম্রাটের নির্দেশে উদ্ভাবন করেন বঙ্গাব্দ। প্রশ্ন হলো কোথায় দিল্লির সিংহাসনে আসীন আকবর; কোথায় বাঙালির বাংলা। ইতিহাস জানান দেয়-১৫৭৫ সালের মধ্যে বাংলা মুলুকের অধিকাংশ অঞ্চল মুঘল শাসনাধীন হয়। যার নাম দেওয়া হয় সুবে বাংলা। তারও নয় বছর পর সুবে বাংলায় খাজনা আদায় নিয়ে বাস্তবিক বড় সমস্যা দেখা দেয়। মুঘলরা মুসলিম হিসাবে হিজরি সন অনুসরণ করত। হিজরি চান্দ্রসন; যার ব্যাপ্তি ৩৫৪ দিন। সৌরবর্ষ ৩৬৫ দিনের; অর্থাৎ চান্দ্রসনের চেয়ে ১১ দিনের বড়। বর্ষ পরিক্রমার এ ধারায় সৌর সনের চেয়ে হিজরি সন প্রতি তিন বছরে এক মাস এগিয়ে আসে। ১৫৮৪ সালে অর্থাৎ নয় বছরে (১৫৮৪-১৫৫৬= ৯) তিন মাসকাল ব্যবধান হওয়ায় ফসল ওঠার মৌসুম আসার আগেই খাজনা আদায়ের সময় চলে আসে। তাই সহজে রাজস্বার্থে রাজস্ব আদায় এবং প্রজাদের কষ্টের লাঘব-এ দুয়ের সমন্বয়ে রাজদরবারের জ্যেতিষশাস্ত্রবিদ পণ্ডিত আমির ফতে উল্লাহ সিরাজির বঙ্গাব্দের উদ্ভাবন। সম্রাটের স্বার্থ ও প্রজার প্রয়োজন সিরাজিকে দিয়ে বঙ্গাব্দের উদ্ভাবন ঘটাল। পূর্ব প্রচলিত শকাব্দের মাস ও দিনের নামগুলো সিরাজি হুবহু বাংলা সনে ঠিক রাখলেন। আকবর ১৫৮৫ সাল থেকে সুবে বাংলায় পুরোপুরি বঙ্গাব্দ চালু করেন। যা স্থানীয় পরিবেশের অনুকূল ও গণ-উপযোগী হওয়ায় অতিদ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এ কারণে আকবরের অর্থমন্ত্রী টোডরমল কর্তৃক সুবে বাংলায় চালুকৃত ইলাহী সন পরিত্যাজ্য হয় এবং বাংলা সন প্রতিষ্ঠা পায়। আকবর সিংহাসনে বসেন ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে। সেই স্মৃতিকে অমর করে রাখার মহৎ উদ্দেশ্যে বাংলা সন উদ্ভাবনে ১৫৫৬ সালকে ফতে উল্লাহ ভিত্তি বছর ধরেন। মুঘলরা ছিলেন সুন্নি বর্ণের মুসলমান। বিশ্ব মুসলিম আরবীয় ইসলামি ঐতিহ্যকে লালন করে। আরবীয় হিজরি সন মহানবি মুহাম্মাদ (সা.)-এর মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের পুণ্যস্মৃতিবিজড়িত। সুপণ্ডিত সিরাজি সেই ঐতিহ্যকে আত্তীকরণ করে ১৫৫৬ সালে চলমান ৯৬৩ হিজরিকে গণ্য করেন ৯৬৩ বঙ্গাব্দ। তাই ৯৬৩ বছর বয়সে বঙ্গাব্দের জন্ম। বাংলা সনের উদ্ভাবনে মুসলিম ঐতিহ্য বিশেষ করে মহানবি মুহাম্মাদ (সা.)-এর পবিত্র স্মৃতির মিশেল ফতে উল্লাহ সিরাজির গবেষণা ও উদ্ভাবনের শীর্ষ সাফল্য। এভাবেই বাংলা সনের শরীরে হৃৎপিণ্ড হচ্ছে হিজরি সন। আমির ফতে উল্লাহ সিরাজির বৈজ্ঞানিক গবেষণার আরেক শীর্ষ সাফল্য এই যে, বাংলা সনের ভ্রূণ হিজরি সন হলেও বেড়ে ওঠা ও পূর্ণতায় তা সৌরবর্ষ। গ্রেগরিয়ান বা রোমান ক্যালেন্ডারের (বহুল কথিত ইংরেজি বর্ষ) মতো বাংলাবর্ষও ৩৬৫ দিনের। লিপইয়ারে হয় ৩৬৬ দিন। বঙ্গাব্দের ভিত্তি বছর ৯৬৩ হিজরিতে অর্থাৎ ৯৬৩ বাংলা সনে ছিল ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দ। ব্যবধান (১৫৫৬-৯৬৩) ৫৯৩ বছর; যা অপরিবর্তনীয়। তাই মজার অঙ্ক হলো হিজরির সঙ্গে ৫৯৩ যোগ করলে খ্রিষ্টাব্দ এবং খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৫৯৩ বিয়োগে পাওয়া যায় বাংলা সন। তবে জানুয়ারি মাস পৌষের মাঝামাঝি শুরু হওয়ায় বঙ্গাব্দ ও হিজরি সনের যোগফলের সঙ্গে ১ যোগ করে নিলে হুবহু খ্রিষ্টাব্দ মিলে যায়। যেমন চলতি সালের জানুয়ারিতে বাংলা সন ১৪৩১ চলমান; তার সঙ্গে ৫৯৩ যোগ করলে হয় ২০২৪ এবং উপরোক্ত সূত্রে ১ যোগে ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ পাওয়া গেল। এপ্রিলের মাঝামাঝি নতুন বাংলা বর্ষ শুরু হয়। তাই এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৫৯৩ বিয়োগ করলে বঙ্গাব্দ মিলে যায়। যেমন ২০২৫ সালের ১৪ এপ্রিল থেকে শুরু হবে ১৪৩২ বঙ্গাব্দ। সে ক্ষেত্রে ২০২৫-৫৯৩=১৪৩২ অর্থাৎ বাংলা বর্ষ। বাংলা সনের মাসগুলোর নামের সঙ্গে রয়েছে বিভিন্ন নক্ষত্রের নামপ্রভাব। গ্রহের নামস্মৃতি মিশে আছে সপ্তাহের দিনগুলোয়। আর বাংলা সনের জন্ম বা উৎপত্তিতে মিশ্রিত হিজরি-আতরের সৌরভ। বস্তুত ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে একটি অসাম্প্রদায়িক অব্দ হচ্ছে বঙ্গাব্দ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাংলার প্রথম স্বাধীন রাজা হিসাবে অনেকে রাজা শশাঙ্কের বঙ্গাব্দ প্রচলনের কথা বলেন। তা ইতিহাসসম্মত নয়; কিংবদন্তিমাত্র। শশাঙ্কের বাংলা সন চালুর পক্ষে অকাট্য বা অগ্রাহ্য কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কেউ কেউ মধ্যযুগের স্বাধীন সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহকে বাংলা সনের প্রবর্তক মনে করেন। কিন্তু তার রাজত্বকাল ১৪৯৩-১৫১৯ সাল। সে সময় শকাব্দ তো ছিলই; রাজা লক্ষ্মণ সেনের লক্ষ্মণাব্দ বা লক্ষ্মণ সংবত (সংক্ষেপে লসং) চালু ছিল। মোদ্দাকথা পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে এবং ষোড়শ শতাব্দীর তিন দশক অর্থাৎ ১৫৩০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত হোসেনশাহী বঙ্গাব্দের ব্যবহারের বিশ্বাসযোগ্য ও অগ্রাহ্য প্রমাণের ইতিহাস নেই। সম্রাট আকবরই বঙ্গাব্দের ঐতিহাসিক প্রবর্তক। বাঙালির সর্বজনীন বর্ষপঞ্জী এই বাংলা সন। বাঙালি জাতিসত্তায় শঙ্কর; বাংলা সনও এক শঙ্করসন। বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্যের স্মারক ও অনন্য জাতিগত বাঙালিয়ানার নাম বঙ্গাব্দ। পহেলা বৈশাখ বিশ্ব ঐতিহ্যের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত যা বাঙালি ও বাংলার গৌরব বই কি।

• • • • • •

বঙ্গাব্দের জন্মস্বভাব হচ্ছে কৃষক ও শস্য সংলগ্নতা। এ সহজাত স্বভাবের নিরিখে বাংলা সনকে বলা হয় ফসলি সন। ৯৬৩ বছর বয়সে জন্মগ্রহণ করে ইসলামি ঐতিহ্যের ধারক বাহক হয়ে ওঠে বাংলা সন। বাংলার মাটি মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির স্মারকে বিবর্তিত হয় ফসলি সন বঙ্গাব্দ। বাংলা সনের জন্ম প্রক্রিয়ায় মহামতি সম্রাট আকবরের অমর স্মৃতিবিজড়িত। খাজনা আদায় ও কৃষকের সুবিধার্থে ভারতবর্ষে কয়েকটি অঞ্চলভিত্তিক ফসলি সন চালু করেন আকবর। বাংলা সন তার অন্যতম। সাম্রাজ্যবাদী শাসক হলেও আকবর অনেক জনহিতকর কাজ করেছেন। প্রজাসাধারণের আর্থিক সামর্থ্য থাকলে তো খাজনা পরিশোধ করবে। আকবর তা অনুধাবন করেন।

• • • • • •

বিবর্তন : আজকের বাংলা সন এক আধুনিক বর্ষপঞ্জী এবং প্রায় পাঁচশ বছরের বিবর্তনের ফসল। অতীতে পৌষ মাস হতো ২৯ দিনের। কোনো মাস ৩০ বা ৩১ দিনের ছিল। জৈষ্ঠ্য ও আষাঢ় মাস ৩২ দিনের হতো। নির্দিষ্ট নিয়মের ধারাবাহিকতা ও বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলা ছিল না। প্রকাশনায়ও দুরকমের পঞ্জিকা পাওয়া যায়-লোকনাথ পঞ্জিকা ও মোহাম্মদী পঞ্জিকা। লিপ-ইয়ারে ফেব্রুয়ারি মাসে একদনি বৃদ্ধি পায়। যা বাংলা বর্ষপঞ্জীতে সন্নিবেশিত ছিল না। এসব কারণে বর্ষপঞ্জীর সংস্কার আশু প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ১৯৬৩ সালে (তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ-এর নেতৃত্বে 'বাংলা পঞ্জিকা সংস্কার কমিটি' একটি সংস্কার প্রস্তাব প্রণয়ন করে সরকারের কাছে পেশ করে। তারও আগে ভারত সরকারের নির্দেশে বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা ১৯৫২ সালে বর্ষপঞ্জীর সংস্কার করেন; যা সরকার ১৯৫৭ সালে গ্রহণ করে। বিজ্ঞানী সাহা শকাব্দ অনুসরণে চৈত্র থেকে ফাল্গুন পর্যন্ত বর্ষ গণনা করেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাংলা সন গণনা করেন বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত। বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা ও মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মাসের দিন সংখ্যা ও লিপ-ইয়ার গণনার বিষয়েও সুনর্দিষ্ট সুপারিশ প্রদান করেন। পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ ভারত দুদেশেই বর্ষপঞ্জীর আরও সংস্কার ও বিবর্তন ঘটেছে। তবে বাংলাদেশে ১ লা বৈশাখ নির্ধারণটা একটু আলাদা। ঢাকার বাংলা একাডেমি কর্তৃক সংস্কার তথা বঙ্গাব্দের সর্বশেষ বিবর্তন অনুযায়ী বৈশাখ থেকে আশ্বিন ৬ মাস ৩১ দিনের; কার্তিক থেকে মাঘ ও চৈত্র ৫ মাস ৩০ দিনের এবং ফাল্গুন মাস ২৯ দিনে গণনা করা হয়। অধিবর্ষে ফাল্গুন ৩০ দিনে গণ্য। বাংলা সনের আরও সংস্কারের সুযোগ আছে। বিদ্যমান বর্ষ গণনায় অধিবর্ষে ফাল্গুন মাসের ৩০ তারিখ হয় ২৯ ফেব্রুয়ারির ১৪ দিন পরে। এতে বিগত ৩ বছরের ১৫ ফাল্গুনে ১ মার্চের ধারাবাহিকতার ব্যতিক্রম ঘটে। কিন্তু ২৯ ফেব্রুয়ারির জন্য যদি এমন একটি বাংলা তারিখ নির্ধারণ করা যায়-যা বিগত ৩ বছর ছিল না। যেমন ২৯ ফেব্রুয়ারি গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ধারাবাহিক অর্থাৎ ২৮ তারিখের পর ২৯। বিদ্যমান বর্ষপঞ্জী মতে ১৫ মার্চ হয় ১ চৈত্র। লিপ-ইয়ারে ১৫ মার্চে ৩০ ফাল্গুন। ফলে ১ চৈত্র হবে ১৬ মার্চে; যা গত ৩ বছরের ব্যতিক্রম। কিন্তু নামাজ ইফতার সেহরির স্থায়ী ক্যালেন্ডারের সময়ের মতো রোমান ও বাংলা বর্ষের তারিখ স্থির সমান্তরাল বা প্রতিষঙ্গী করা সম্ভব। যদি ২৯ ফেব্রুয়ারিতে সম্পূর্ণ পৃথক ও প্রতীকী আংকিক বর্ণ '৯৯' অর্থাৎ 'লী' নির্ধারণ করা হয়; তাহলে ১৫ মার্চে ১ চৈত্র স্থির (constant) থাকে। ৯৯ বা দীর্ঘ 'লী' বাংলা বর্ণমালার একটি বর্ণ যা বর্তমানে অপ্রচলিত। বর্ণটির অবয়ব ৯৯ সংখ্যার মতো। ৯৯ মাসের কোন তারিখ হতে পারে না; কেননা মাসের শেষ তারিখ হয় সর্বোচ্চ ৩১। ২০২৮ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারিতে যদি ফাল্গুনের তারিখ নির্দেশে লেখা হয়-৯৯/১১/১৪৩৫ বঙ্গাব্দ তাহলে তা যে অধিফাল্গুনের দিন সেটা বোঝা কঠিন নয়। প্রয়োজন সংস্কারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছা। আর নিশ্চিত তা হবে বাংলা বর্ষপঞ্জী গণনায় আরেক ধাপ উত্তরণ; বিবর্তন। এর সঙ্গে পশ্চিমবাংলার একটু তফাত। পশ্চিমবাংলায় বাংরঅদেশের থেকে একদিন পরে ১ লা বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষ পালিত হয়।

কিছু কথা : আকবরি ফসলি সনের সঙ্গে সাজুয্য রেখে তৎকালীন ভারতবর্ষের অর্থমন্ত্রী জেমস উইলসন প্রথম বাজেট পেশ করেন ৭ এপ্রিল, ১৮৬০ সালে। পরে তা ১ এপ্রিল থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত কার্যকর হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর ভারত সরকার অর্থবছর আগের মতোই রাখে।

বিশ্বের ১৬০-এর বেশি দেশ জানুয়ারি টু ডিসেম্বর অর্থবছর হিসাবে অনুসরণ করে নিজেদের জাতীয় সুবিধা ও সংস্কৃতির টানে। ভারত কানাডা যুক্তরাজ্য ও জাপানসহ ৩৬টি দেশে অর্থবছর এপ্রিল টু মার্চ।

জিম ও'নিল

আমেরিকা-পরবর্তী বৈশ্বিক অর্থনীতি কে চালাবে

গত বছর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হওয়ার পর থেকে আমি ডোনাল্ড ট্রাম্পের এজেন্ডা এবং সে এজেন্ডা আমেরিকা, আর্থিক বাজার ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের ওপর কী প্রভাব ফেলতে পারে, তা নিয়ে নিয়মিতভাবে মন্তব্য করে আসছি।

ট্রাম্প আসার পর অস্থিরতার অভাব হয়নি, তবে তা ছিল অনেকটাই প্রত্যাশিত। কারণ, ট্রাম্পের নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়া যে অগোছালো ও অপ্রত্যাশিত হবে, তা আগেই বোঝা গিয়েছিল।

আমি ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে উল্লেখ করেছিলাম, ট্রাম্পের আগ্রাসনের জবাবে অন্যান্য অর্থনীতি যদি নিজেদের অভ্যন্তরীণ চাহিদা বাড়ায় এবং যুক্তরাষ্ট্রের ভোক্তা ও আর্থিক বাজারের ওপর নির্ভরতা কমায়, তাহলে এটি ইতিবাচক একটি দিক হতে পারে। এই বিশৃঙ্খলার মধ্যেও আশার কথা হলো, ইউরোপ ও চীন ইতিমধ্যেই এ ধরনের পরিবর্তনের দিকে এগোতে শুরু করেছে। জার্মানি তাদের 'ঋণসীমা' কিছুটা শিথিল করে অতিব্যবস্থাপনার বাইরে গিয়ে জরুরি বিনিয়োগের অনুমতি দিচ্ছে। আর চীন বলছে, তারা অভ্যন্তরীণ ভোক্তা খরচ বাড়ানোর উপায় খতিয়ে দেখছে।

যে দেশগুলো আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বাজারের ওপর নির্ভর করে, তাদের জন্য এটা পরিষ্কার, যদি যুক্তরাষ্ট্র তার বাণিজ্যযুদ্ধের নীতি একটু কমায়ও, তারপরও নতুন ধরনের বাণিজ্যিক ব্যবস্থার দরকার হবে। অনেক দেশ এখন নিজেদের মধ্যে বেশি বাণিজ্য করতে চাচ্ছে এবং দ্রুত বাড়তে থাকা সেবা খাতে যেসব নিয়মকানুন বাণিজ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, সেগুলো কমাতে তারা নতুন চুক্তি করার চেষ্টা করছে।

একটি জোট হিসেবে জি-৭-এর বাকি দেশগুলো (কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, জাপান ও যুক্তরাজ্য) একত্রে যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সমান শক্তিশালী। এর সঙ্গে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের 'ইচ্ছুকদের জোট'-এর অন্য সদস্যদের যোগ করলে ট্রাম্পের আনা অনেক ক্ষতিই পুষিয়ে নেওয়া সম্ভব হতে পারে। একইভাবে যদি চীন তার বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (বিআরআই) ভারত ও অন্যান্য বড় উদীয়মান অর্থনীতির সঙ্গে সমন্বয় করে পুনর্গঠন করতে পারে, তাহলে তা বৈপ্লবিক পরিবর্তন ডেকে আনতে পারে।

এ ধরনের পদক্ষেপগুলো যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কনীতি ও হুমকির প্রভাব কিছুটা কমাতে পারবে। তবে এ কাজগুলো সহজ হবে না, যদি সহজ হতো, তাহলে ইতিমধ্যেই হয়ে যেত। আজকের বাণিজ্য ও আর্থিক কাঠামো গড়ে উঠেছে নানা রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে এবং চীনের উপকারে আসতে পারে, এমন যেকোনো পরিবর্তন ট্রাম্প প্রশাসন ঠেকাতে চাইবে।

বড় বড় অন্য অর্থনীতিগুলো কীভাবে নিজেদের অভ্যন্তরীণ চাহিদা বাড়ায়, বিনিয়োগ সক্রিয় করে এবং নতুন বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলে, তা এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সম্প্রতি ব্রুগেল নামের থিঙ্কট্যাংক ও নেদারল্যান্ডসের কেন্দ্রীয় ব্যাংক আয়োজিত এক সম্মেলনে (গ্লোবালাইজেশন ও ভূ-অর্থনৈতিক বিভাজন) আমি আবার মনে করিয়ে দিলাম, ২০০০ সাল থেকে এখন পর্যন্ত বৈশ্বিক জিডিপি প্রবৃদ্ধি কতটা একপাক্ষিকভাবে হয়েছে। ২০০০ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত বার্ষিক নামমাত্র জিডিপির একটি সরল বিশ্লেষণে দেখায়, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ইউরো জোন ও ভারত—এই চারটি দেশ মিলে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির প্রায় ৭০ শতাংশের জন্য দায়ী, যার মধ্যে আবার যুক্তরাষ্ট্র ও চীনই প্রায় ৫০ শতাংশ শেয়ার করেছে।

এ তথ্য আবারও প্রমাণ করে, যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক হুমকির জবাব হিসেবে অন্যত্র আরও বেশি অভ্যন্তরীণ চাহিদা তৈরি করতে হবে। তবে বাস্তবতা হলো, যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ব অর্থনীতিতে অংশ কমে যাওয়ার ক্ষতি একা পুষিয়ে দিতে সক্ষম একমাত্র দেশ চীন। কিন্তু যদি চীন একা কাজ না করে? ধরো, ইউরোপ যেমন এখন বিনিয়োগ ও প্রতিরক্ষা খাতে খরচ বাড়াচ্ছে, এতে শুধু ইউরোপ নয়, বরং যুক্তরাজ্যের মতো অন্য দেশগুলোরও উপকার হবে। আর ভারতও গত কয়েক বছরে অনেক দেশের তুলনায় বেশি গতিতে এগোচ্ছে, তাই ওরাও চাইলে দেশের ভেতরে চাহিদা বাড়ানোর কিছু সুযোগ পেতে পারে। তাহলে যদি এই দেশগুলো একসঙ্গে মিলে পরিকল্পনা করে আর একে অপরের সঙ্গে নীতি ঠিক করে নেয়, তাহলে কি আরও ভালো কিছু হতে পারে না?

এ ধরনের সমন্বয় হয়তো ২০০৯ সালের লন্ডন জি-২০ সম্মেলনের মতো বিশাল বৈশ্বিক প্রভাব ফেলবে না, যেখানে বৈশ্বিক আর্থিক সংকট ও তার পরিণতি মোকাবিলায় ব্যাপক সংস্কার ও নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছিল। তবে যদি এই দেশগুলো বিশ্বকে একটি স্পষ্ট বার্তা দেয় যে তারা নিজেদের মধ্যে অর্থনৈতিক নীতি সমন্বয় ও অভিন্ন লক্ষ্যে পৌঁছাতে পরামর্শ চালিয়ে যাচ্ছে, তাহলে সেটি বিশ্বজুড়ে একটি ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

সর্বশেষ কথা হলো, ব্রুগেল সম্মেলনে উপস্থাপিত একটি বিষয় আমার মনে গেঁথে আছে। এটি ছিল ব্রুগেলের সিনিয়র ফেলো আন্দ্রে সাপিরের উপস্থাপিত একটি চার্ট। সেই চার্টে জাপানের অর্থনৈতিক উত্থান এবং চীনের বর্তমান উত্থানের মধ্যে সাদৃশ্য তুলে ধরা হয়। ১৯৯০-এর দশকে জাপানের জিডিপি যখন যুক্তরাষ্ট্রের ৭০ শতাংশ পর্যন্ত পৌঁছেছিল, তখন আমেরিকার বড় একটি ভয় ছিল—তারা পিছিয়ে পড়বে।

এখন চীনকে নিয়েও একই ভয় দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু আসলে যুক্তরাষ্ট্র কী চায়? তারা কি শুধু এই প্রমাণ দিতে চায়, নামমাত্র হিসাবে তাদের অর্থনীতি সবচেয়ে বড়, নাকি তারা নিজেদের নাগরিকদের জন্য ধনসম্পদ ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে চায়?

এই দুটি বিষয় এক নয়। বর্তমান মার্কিন প্রশাসনের যে বিষয়টি বোঝার দরকার, তা হলো অন্য দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন আসলে আমেরিকানদেরও আরও বেশি সম্পদশালী করে তুলতে পারে।

হয়তো একদিন আমেরিকার নাগরিকেরা এমন কোনো নেতৃত্ব বেছে নেবে, যারা এই মৌলিক অর্থনৈতিক বাস্তবতাটি বুঝতে পারবে। তবে আপাতত তারা হয়তো আরও অনেক বছর অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তায় ভুগতেই থাকবে।

জিম ও'নিল গোল্ডম্যান স্যাকস অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টের সাবেক চেয়ারম্যান এবং যুক্তরাজ্যের সাবেক অর্থমন্ত্রী

স্বত্ব: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট, অনুবাদ:

প্রথম নজর

ওয়াকফ নিয়ে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের ডাক দিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ শাহেনশাহ জাহাঙ্গীর

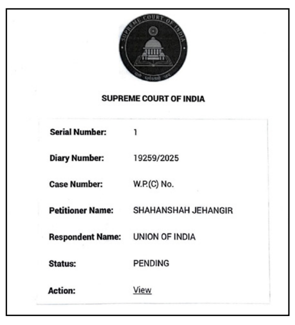

SUPREME COURT OF INDIA

Serial Number:	1
Diary Number:	19259/2025
Case Number:	W.P.(C) No.
Petitioner Name:	SHAHANSHAH JEHANGIR
Respondent Name:	UNION OF INDIA
Status:	PENDING
Action:	View

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: নয়া ওয়াকফ সংশোধনী আইন বাতিলের দাবিতে দেশজুড়ে প্রতিবাদ আন্দোলনের আবহে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেন ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লীগের প্রাক্তন সভাপতিও বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু কাউন্সিলের চেয়ারম্যান শাহেনশাহ জাহাঙ্গীর। পাশাপাশি শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক ভাবে ‘ওয়াকফ’ আন্দোলনে বার্তা দিয়েছেন তিনি। নয়া ওয়াকফ সংশোধনী আইন বাতিল করা হোক, এই আর্জিতে সুপ্রিম কোর্টে মামলাকারী শাহেনশাহ জাহাঙ্গীর জানান, ‘পশ্চিমবঙ্গের জনগণের পক্ষ থেকে, সম্প্রতি সংশোধিত ওয়াকফ আইনের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে একটি মামলা দায়ের করেছি। এই মামলার মধ্য দিয়ে আমরা সুপ্রিম কোর্টকে জানিয়েছি যে ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরোধিতা করেছি, কারণ এর বিধানগুলি অসাংবিধানিক, অগণতান্ত্রিক এবং ধর্মনিরপেক্ষতা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার নীতি লঙ্ঘন করে। সুপ্রিম কোর্টে আগামী ১৬ই এপ্রিল শুনানির প্রথম দিন নির্ধারণ করেছে । আমরা আপনাদের সকলের কাছে দুয়ার আবেদন করছি ।’ রাজ্যের শান্তি, সম্প্রীতি, ঐক্য অক্ষুন্ন রাখার আহ্বান জানিয়ে ওয়াকফ ইস্যুতে সুপ্রিম কোর্টের অন্যতম প্রধান আবেদনকারী শাহেনশাহ জাহাঙ্গীর বলেন, ‘আমি সকলের কাছে ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ কর্মসূচি, শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক ভাবে করার আবেদন করছি । যেকোনো সহিংসতা সুপ্রিম কোর্টে আমাদের মামলাকে দুর্বল করে দেবে । মনে রাখা দরকার যে ওয়াকফ সংশোধনীর বিরুদ্ধে যারা প্রতিবাদ করছেন তারা কেবল মুসলিম নন, অমুসলিমরাও এই আইনের বিরোধিতা করছেন।’ সংসদের ভেতরে বেশ কয়েকজন অমুসলিম এমপি ওয়াকফ আইনের তীব্র বিরোধিতা করতে দেখে যায় সে কথা তুলে ধরে জাহাঙ্গীর আশঙ্কা প্রকাশ করেন, ‘ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে ধর্মীয়ভাবে বিভক্ত করার চেষ্টায় সাম্প্রদায়িক শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে অসাধু উদ্দেশ্য পূরণ করতে চাইছে এক শ্রেণীর মানুষ ।’ এ দিন শান্তি সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে দৃষ্টান্ত হিসাবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু কাউন্সিলের চেয়ারম্যান শাহেনশাহ জাহাঙ্গীর।

নজরুল চর্চা কেন্দ্রের নজরুল-আম্বেদকর স্মরণ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নৈহাটি

আপনজন: ‘আনন্দময়ীর আগমনে’ লেখার ‘অপরাধে’ ১৯২২ সালের ২৩ নভেম্বর কাজী নজরুল ইসলামকে কুমিল্লা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিচারে ১৯২৩ সালের ১৬ জানুয়ারি এক বছর সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ হয়। হুগলি জেলে নিয়ে যাওয়ার পথে ১৯২৩ সালের ১৪ এপ্রিল নৈহাটি স্টেশনে কবিকে কয়েদির পোশাকে দেখে জনতা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। বাধ্য হয়ে বিদ্রোহী কবিকে নৈহাটি জি.আর.পি থানায় রেখে পোশাক পরিবর্তন করিয়ে হুগলি জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই দিনটিকে স্মরণ করতে নৈহাটি জি.আর.পি থানায় স্থানীয় নজরুল-প্রেমীদের সঙ্গে নিয়ে নজরুল চর্চা কেন্দ্র, বারাসাতের পক্ষ থেকে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শুরুতে কাজী নজরুল ইসলামের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন নৈহাটি জি.আর.পি থানার ইন্সপেক্টর-ইনচার্জ ইন্দ্রজিৎ ভক্ত। তিনি নজরুল চর্চা কেন্দ্রের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। নজরুল চর্চা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি অধ্যক্ষ ড. শেখ কামাল উদ্দীন বর্তমান সময়ে কাজী নজরুল ইসলামের বিভিন্ন সৃষ্টির উল্লেখ করে তাঁকে নিয়ে চর্চার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন। সংস্থার প্রচার-সচিব আয়ুব আলি নৈহাটির সঙ্গে নজরুলের বিভিন্ন যোগসূত্র উল্লেখ করে ভবিষ্যতে আরও বড় করে নজরুল স্মরণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। নজরুল চর্চা কেন্দ্রের সদস্যা অধ্যাপিকা ড. দেবশ্রী ঘোষ বিশ্বাস হুগলি জেলে কাজী নজরুল ইসলামের অনশন প্রসঙ্গের উল্লেখ করে কবির আপোষহীন সংগ্রামী জীবনের কথা তুলে ধরেন। উপস্থিত ছিলেন নজরুল চর্চার কেন্দ্রের কোষাধ্যক্ষ অশোক কুমার দাস, প্রাক্তন সম্পাদক শাহজাহান মণ্ডল, বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী, সৌরদীপ বসু, করুণা প্রসাদ মিত্র, পুলিশ আধিকারিক তানজিলুর রহমান, অরুণ কুমার নস্কর, শম্ভুনাথ গোস্বামীসহ বহু বিশিষ্টজন। প্রসঙ্গত এদিন বাবাসাহের অম্বেদকারের জন্মদিন উপলক্ষে তাঁর প্রতিকৃতিতেও মালা ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

আম্বেদকর স্মরণে পুরস্কার

আপনজন: সোমবার সারাদিনব্যাপী শিয়ালদা মৌলালি যুবকেন্দ্রে ভারতীয় সংবিধান প্রণেতা বাবা সাহেব আম্বেদকর এর স্মরণ অনুষ্ঠান হয়। কবি নজরুলের গান ও আবৃত্তিতে অনুষ্ঠান মুখর করে তোলেন কল্যাণী কাজী। এছাড়া, গুণীজনদের এই মিলন সভায় নানা সম্মানে ভূষিত করা হয়। ‘আম্বেদকর সমাজরত্ন’পুরস্কারে সম্মানিত করা হয় বাংলার রেনেসাঁ সম্পাদক আজিজুল হককে। নুরনবী জমাদার আচার্য উপাধি সম্মানে ভূষিত হন। ‘আম্বেদকার কালচারাল কলেজে’র তরফে বিভিন্ন বিষয়ে সম্মান প্রদান করা হয়। ‘মহাপ্রাণ স্মৃতি স্বর্ণপদক’ সম্মানে সংবর্ধিত হন ‘আদালত সংবাদদাতা’ মোল্লা জসিমউদ্দিন।

সম্প্রীতি সংকটে, হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ডাক ইমামদের

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: দেশ তথা রাজ্যজুড়ে বাড়ছে ধর্মীয় বিভাজনের আশঙ্কা। নানা প্ররোচনায় হিন্দু-মুসলিম ঐক্যে ফাটল ধরাতে উঠেপড়ে লেগেছে এক শ্রেণির অশুভ শক্তি। তাদের উসকানিতে প্রভাবিত হয়ে ধর্মীয় হিংসায় জড়াচ্ছেন কিছু সাধারণ মানুষও। এমন পরিস্থিতিতে পূর্ব বর্ধমান জেলার গলসি থেকে সম্প্রীতির ডাক দিলেন এলাকার শতাধিক মসজিদের ইমামরা। তাঁদের বক্তব্য, ভারতের ইতিহাসে হিন্দু-মুসলিম সহাবস্থান ছিল, আছে ও থাকবে। সেই ঐক্যকে টিকিয়ে রাখতে শুধুমাত্র হিন্দু-মুসলিম নয়, শিখ, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মাবলম্বীদের একত্রিত হতে হবে। এ বিষয়ে জমিয়াতুল আইম্ম অল উলামা গলসি ব্লকের সেক্রেটারি মৌলানা রহমত আলি বলেন, “হিন্দু ভাইদের জায়গা আমাদের বুকেই আছে। আমরাও তাঁদের হৃদয়ে রয়েছি। এখনও গ্রামগঞ্জে একসঙ্গে বসে চা খাওয়া হয়। হিন্দুরা আমাদের দোকানে কেনাকাটা করেন, আমরাও হিন্দুদের দোকানে যাই। বিভাজনের কারণে যাতে এই সম্পর্ক নষ্ট না হয়, সেদিকে আমাদের নজর রাখতে হবে।” তাই আমাদের শতাধিক মসজিদের ইমাম ও মৌলানারা একত্রিত হয়ে সম্প্রীতি ছড়িয়ে দিতে শুরু করেছি। জাগুলিপাড়া জামে মসজিদের পেশ ইমাম মৌলানা ইবাদুর রহমান বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার যা করছে তাতে আমাদের মধ্যে বিভেদ তৈরি হচ্ছে। এই আন্দোলনকে বিপথে চালানোর অপচেষ্টা শুরু করেছে কিছু চক্রান্তকারী মানুষ। আন্দোলন স্থলে বহিরাগতদের ঢুকিয়ে উত্তেজনা সৃষ্টি করা হচ্ছে। বিজেপির উদ্দেশ্য, ধর্মীয় বিভাজনের মাধ্যমে রাজনৈতিক ফায়দা তোলা। তা আমরা হিন্দু মুসলিম মিলে রুখে দেব। পুরসা জামে মসজিদের পেশ ইমাম ক্বারী মিনার উদ্দিন বলেন, “ওয়াকফ বিলের বিপক্ষে ভোট পড়েছে ২৩৩টি, অথচ লোকসভায় মুসলিম সাংসদের সংখ্যা মাত্র ২৪ জন। এর মানে হিন্দু সাংসদেরাও এই বিলের বিরোধিতা করেছেন। অথচ কিছু রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি বিদ্বেষপূর্ণ ভাষণ দিয়ে সমাজে উত্তেজনা ছড়াচ্ছেন। বিভেদের ফাঁদে পা দিচ্ছেন নিরীহ হিন্দু-মুসলিম, ফলে অশুভ শক্তির জয় হচ্ছে।” তিনি বলেন, “এই পরিস্থিতিতে সব ধর্মের ধর্মগুরুদের একত্রিত হয়ে পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হবে। বড়মুড়িয়া মসজিদের পেশ ইমাম ক্বারী মহসিন সাহেব বলেন, “জমিয়ত উলামায়ে হিন্দ স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে শুরু করে দেশের প্রয়োজনে বলিদান দিয়ে এসেছে। তাঁদের পথেই আজ আমাদের চলতে হবে। তারা সবসময় দেশে সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছেন। যারা হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দাঙ্গা বাঁধাতে চাইছে, তাদের মোকাবিলায় হিন্দু মুসলিম সহ সব ধর্মীয় মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।” উত্তর গলসি বুঁইচা মসজিদের পেশ ইমাম মৌলানা ইমামুম মুবিন বলেন, “ওয়াকফ সম্পত্তি, যা আল্লাহর নামে উৎসর্গ করা। কেন্দ্রীয় সরকার সংস্কারের নামে আমাদের হক থেকে বেদখল করবে। তারা আমাদের ধর্মীয় অধিকারে হাত দিয়েছে। তারই প্রতিবাদে আন্দোলন চলছে। এতে হিন্দু ভাইরা আমাদের সাথ দিয়েছেন। তবে এই আন্দোলন যেন কোনোভাবেই বিপথে না যায় সেই বিষয়ে আমরা সবাইকে সচেতন করছি। তিনি আরও বলেন, “যদি এখন হিন্দু ও মুসলিম ভাইরা সংযত না হয়, তাহলে দেশে গৃহযুদ্ধ লেগে যাবে।
ইতিমধ্যেই তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন অন্য ধর্মের মানুষও। গলসির বাসিন্দা, শিক্ষক পিন্টু আচার্য্য বলেন, “এই বিভাজন শুধু শহরে নয়, গ্রামাঞ্চলে ঢুকে পরেছে। এতে গলসির শতাধিক মসজিদের ইমাম ও মৌলানারা এলাকায় যেভাবে সম্প্রীতির বার্তা দিচ্ছেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়।” তিনি জানান, “মসজিদ থেকেও সম্প্রীতির আহ্বান জানানো শুরু হয়েছে। আমরাও মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে এলাকায় সম্প্রীতি বার্তা পৌছে দেব। এতে আমাদের সমাজ ভালো থাকবে। এটা সম্প্রীতি রক্ষার্থে বেশ ভাল পদক্ষেপ বলে আমি মনে করি।

ওয়াকফ নিয়ে শীর্ষ কোর্টে ‘পিআইবি’র রিট পিটিশন, শহরে অনশনের প্রস্তুতি

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

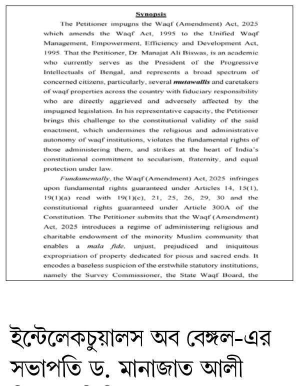

Synopsis

The Petitioner impugns the Waqf (Amendment) Act, 2025 which amends the Waqf Act, 1995 to the Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency and Development Act, 1995. That the Petitioner, Dr. Manajat Ali Biswas, is an academic who currently serves as the President of the Progressive Intellectuals of Bengal, and represents a broad spectrum of concerned citizens, particularly, several *mutawallis* and caretakers of waqf properties across the country with fiduciary responsibility who are directly aggrieved and adversely affected by the impugned legislation. In his representative capacity, the Petitioner brings this challenge to the constitutional validity of the said enactment, which undermines the religious and administrative autonomy of waqf institutions, violates the fundamental rights of those administering them, and strikes at the heart of India's constitutional commitment to secularism, fraternity, and equal protection under law.

Fundamentally, the Waqf (Amendment) Act, 2025 infringes upon fundamental rights guaranteed under Articles 14, 15(1), 19(1)(a) read with 19(1)(c), 21, 25, 26, 29, 30 and the constitutional rights guaranteed under Article 300A of the Constitution. The Petitioner submits that the Waqf (Amendment) Act, 2025 introduces a regime of administering religious and charitable endowment of the minority Muslim community that enables a *mala fide*, unjust, prejudiced and iniquitous expropriation of property dedicated for pious and sacred ends. It encodes a baseless suspicion of the erstwhile statutory institutions, namely the Survey Commissioner, the State Waqf Board, the

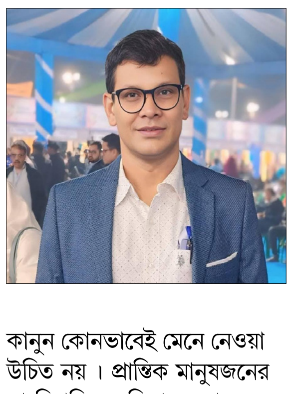

আপনজন: নয়া ওয়াকফ সংশোধনী আইন নিয়ে দেশজুড়ে প্রতিবাদের জোয়ার বইছে। সামাজিক সংগঠন থেকে শুরু করে, সংখ্যালঘু মহল ও সমাজের বিদ্বজনরা মিটিং, মিছিল, প্রতিবাদ সভা, অবস্থান বিক্ষোভের মাধ্যমে প্রতিবাদে সামিল হচ্ছেন। ইতিমধ্যেই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নয়া ওয়াকফ সংশোধনী আইন বাতিল করার আর্জি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দারস্থ হয়েছেন অনেকেই। পশ্চিমবাংলা থেকেও একাধিক রিট পিটিশন জমা পড়েছে সুপ্রিম কোর্টে। ওবিসি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আইনি লড়াইয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখা রাজ্যের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সমাজের বৃহত্তম প্ল্যাটফর্ম ‘প্রগ্রেসিভ ইন্টেলেকচুয়ালস অব বেঙ্গল’ ওয়াকফ আইনকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে রিট পিটিশন দায়ের করেছে রবিবার । সুপ্রিম কোর্টে রিট পিটিশন করে নয়া ওয়াকফ সংশোধনী আইন বাতিল করার দাবিতে শহর কলকাতায় শান্তিপূর্ণ রিলে অনশনে প্রস্তুতি গ্রহণের কথা জানিয়েছেন প্রোগ্রেসিভ ইন্টেলেকচুয়ালস অব বেঙ্গল-এর সভাপতি ড. মানাজাত আলী বিশ্বাস। তিনি বলেন, ‘সংখ্যালঘু বিদ্বেষী কেন্দ্রীয় সরকারের ওয়াকফ সংশোধনী আইন ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার মূলে কুঠারাঘাত করেছে। এই আইন খোলাখুলি ভাবে সংখ্যালঘু মুসলিম সমাজের ধর্মীয় অধিকারে হস্তক্ষেপ। এই সংশোধনী আইন ভারতীয় সংবিধানের আর্টিকেল 14, 15(1), 19 (1)(a), 19(1)(c), 21, 25, 26, 29, 30 এবং আর্টিকেল 300(A) এর সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক।’ ওয়াকফ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে রিট পিটিশন করে মানাজাত আলী আরও জানান, ‘ভারতীয় সংবিধান কে সমুন্নত রাখার জন্য এই কালা কানুন কোনভাবেই মেনে নেওয়া উচিত নয় । প্রান্তিক মানুষজনের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার জন্য এই বৈষম্যমূলক আইনের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ অহিংস পদ্ধতিতে শান্তিপূর্ণ উপায়ে দীর্ঘ মেয়াদি গণ আন্দোলন গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরী ।’ এ সময় তিনি শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের বার্তা দিয়ে রিলে অনশন করার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে বলে জানান। পিআইবির পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, বাংলায় শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ তৈরি করা, প্রান্তিক মানুষজনের অধিকার রক্ষা করা, সামাজিক কর্মকান্ডে সকল শ্রেণীর নাগরিকের অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে পিআইবির কর্মকাণ্ড নিরবিচ্ছিন্নভাবে জারি থাকবে।’

গনি খান চৌধুরির প্রয়াণ দিবস পালন মালদায়

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: ভারতের প্রাক্তন রেল মন্ত্রী এবং বাংলা তথা মালদার রূপকার প্রয়াত এ.বি.এ গনি খান চৌধুরীর ১৯তম প্রয়াণ দিবস পালন। জেলা যুবনেতা তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী সৌমিত্র সরকারের উদ্যোগে সোমবার সকালে মালদা শহরের প্রাণকেন্দ্র রথবাড়ি মোড় প্রয়াত জন নেতা গনি খানের মূর্তিতে ফুলের মালা পরিয়ে পায়ে পুষ্পার্ঘ প্রদান করে তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। প্রয়াণ দিবস পালন অনুষ্ঠানে যুব নেতা তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী সৌমিত্র সরকার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বরিষ্ঠ তৃণমূল নেতা নবরঞ্জন সিনহা, তৃণমূল নেতা জাকির হোসেন, পার্থ মুখার্জী, মৃত্যুঞ্জয় কুন্ডু, এমডি অভিষেক, কার্তিক দাস, রামু মন্ডল, হৃদয় মন্ডল সহ যুব তৃণমূলের অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা। উপস্থিত সকলে একে একে প্রয়াত জননেতার পায়ে ফুল দিয়ে স্মৃতিচারণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এরপর উপস্থিত নেতৃত্বরা তাদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে জননেতা গনি খান চৌধুরীর জীবনী ও কর্মকাণ্ড তুলে ধরেন। গনি খান মালদা সহ রাজ্যের বহু স্মরণীয় কাজ করেছেন, রাজনীতি ভুলে সকলের জন্য জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বহু কাজ করেছেন তাই তিনি এখনো মানুষের মধ্যে অমর রহে। বহু মানুষকে চাকরি দিয়েছেন এবং তিনি এমন কিছু কাজ করেছেন সেই কাজ চোখে পড়লেই তার কথা স্মরণে আসে।

নবান্ন অভিযানে থাকবেন অভয়ার বাবা ও মা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ডা. হারবার

আপনজন: সোমবার বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থী, চাকরিজীবী ও চাকরিহারা ঐক্য মঞ্চের পক্ষ ৩ জন দুপুর ১ টা ৩০ মিনিটে প্রতিনিধি সোদপুরে অভয়ার বাড়িতে যান। আভয়ার বাবা-মার সঙ্গে দেখা করেন।
আগামী ২১ এপ্রিল নবান্ন অভিযানে পাশে থাকার জন্য অভয়ার বাবা-মাকে অনুরোধ করা হয়েছে। কলেজ স্কোয়ারে মিছিল শুরুর বদলে ধর্মতলা রানি রাসমণি রোড থেকে একটি মিছিল শুরু হয়ে নবান্নের দিকে যাবে, অন্যদিকে সাঁতরাগাছি থেকে একটি মিছিল নবান্নের অভিমুখে যাবে। অভয়ার বাবা-মার সঙ্গে সাক্ষাতের পর বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থী, চাকরিজীবী ও চাকরিহারা ঐক্যমঞ্চের আহ্বায়ক শুভদীপ ভৌমিক বলেন, ” আগামী ২১ এপ্রিল নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছি আমরা। সেই অভিযানে অংশ নিতে অভয়াদির বাবা-মাকে আমন্ত্রণ জানাতে এসেছিলাম। বাংলাতে দুর্নীতির কারণে মেধাকে হত্যা করা হচ্ছে। শুধু অভয়াকে নয়, বাংলার প্রতিটি কোণায় মেধাকে হত্যা করা হচ্ছে। রাজ্য সরকারের দুর্নীতির কারণে সবাইকে পথে বসতে হয়েছে। সবাই একজোট হয়ে লড়ার আহ্বান জানিয়েই অভয়ার বাবা-মার কাছে এসেছি। তাঁরা আমাদের মিছিলে থাকবেন বলে জানিয়েছেন।
অভয়ার মা বলেন আমার মেয়ে দুর্নীতির শিকার। মেধা থাকা সত্ত্বেও যাঁরা রাস্তায় রয়েছেন, তাঁরাও দুর্নীতির শিকার হয়েছেন। আমার মেয়ে আর ফিরে আসবে না। কিন্তু, দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমরা সবসময় রাস্তায় থাকব, ২১ তারিখে সকল শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে আহ্বান জানাই, ন্যায় বিচারের দাবিতে এই লড়াই চলবে।

ওয়াকফ বিল বাতিলের দাবিতে মহামিছিল বীরভূমের পাড়ুইয়ে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: মুসলিমদের মসজিদ, মাদ্রাসা, ঈদগাহ, দরগাহ, কবরস্থানের সম্পত্তি বাঁচাতে বিজেপি সরকারের কালা কানুন ওয়াকফ সংশোধনী বিল বাতিলের দাবিতে বীরভূম জেলার পারুইয়ে মহামিছিল ও বিক্ষোভ সমাবেশ করল বীরভূম জেলা জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের পাড়ুই ব্লক জমিয়ত। এদিন শান্তিপূর্ণভাবেই ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদ জানানো হয়। এই মহা মিছিল ও বিক্ষোভ সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলা জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের জেলা সভাপতি মৌলানা আনিসুর রহমান সাহেব সহ কয়েক হাজার মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষ। আজকের প্রতিবাদ মিছিলে প্রত্যেকের হাতে প্লাকার্ড, পোস্টার ও ইসলামিক পতাকা ছিল। বীরভূম জেলা জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের জেলা সভাপতি আনিসুর রহমান বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, আমাদের লড়াই ও আন্দোলন শান্তিপূর্ণভাবে হবে। আমি যুবক ভাইদের বলব কখনোই কারোর প্ররোচনায় পা দিয়ে জাতীয় সম্পদ ধ্বংস করবে না। কেউ কোন বিধর্মী ভাইয়ের বাড়িতে আগুন জ্বালাবে না। কাউকে হত্যা করবে না। অগ্নি সংযোগ করবে না। তাহলে আমাদের আন্দোলনের মুখ ঘুরে যাবে। এ জন্য বলবো আমাদের লড়াই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় শান্তিপূর্ণভাবে হোক। এ লড়াই চলছে চলবে, গ্রামে গ্রামে ব্লকে ব্লকে চলবে। পাশাপাশি তিনি জেলা পুলিশেরও প্রশংসা করেন। তিনি জানান, পুলিশ আমাদের বন্ধু। তাঁরা নিজেদের সংসার ছেড়ে, মা বাবা স্ত্রী, সন্তান ছেড়ে আমাদের সেবায় নিয়োজিত থাকেন। আমরা যদি শান্তিতে ঘুমায় তাহলে একমাত্র পুলিশের জন্যই।

ওয়াকফ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে জামায়াত

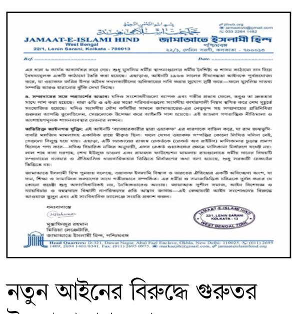

JAMAAT-E-ISLAMI HIND
West Bengal
22/1, Lenin Sarani, Kolkata - 700013

জামাআতে ইসলামী হিন্দ
পশ্চিমবঙ্গ

আপনজন ডেস্ক: জামাআতে ইসলামী হিন্দ সুপ্রিম কোর্টে একটি রিট পিটিশন দায়ের করেছে, যেখানে ওয়াকফ (সংশোধনী) আইন, ২০২৫-এর সাংবিধানিক বৈধতা চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। পিটিশনটি (মোহাম্মদ সেলিম ও অন্যান্য বনাম ভারতের ইউনিয়ন), দায়ের করেছেন জামাআতের-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রফেসর সেলিম ইঞ্জিনিয়ার, সাথে রয়েছেন মৌলানা শফি মাদানি এবং ইনামুর রহমান–যারা সবাই জামাআতের সিনিয়র দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি। এই পিটিশনে নতুন আইনের বিরুদ্ধে গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে সংশোধনীগুলো মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করে এবং ভারতে ওয়াকফের ধর্মীয়, দাতব্য ও সমাজকেন্দ্রিক চরিত্রকে ভেঙে দেয়। পিটিশনটিতে এই সংশোধনীগুলোকে অসাংবিধানিক হিসেবে বাতিল করার আবেদন জানানো হয়েছে, যা ভারতের সংবিধানের ধারা ১৪, ১৫, ১৬, ২৫, ২৬ ও ৩০০(A) লঙ্ঘন করে। পিটিশনে মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে বলা হয় সংশোধিত আইনটি ওয়াকফের সংজ্ঞা ও কাঠামো পরিবর্তন করে, কে ওয়াকফ করতে পারবে–সে বিষয়ে অযৌক্তিক বিধিনিষেধ আরোপ করে।

ধৃত বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: ১২ জন বাংলাদেশীকে গ্রেফতার করল সুন্দরবন কোস্টাল থানার পুলিশ। জল আর জঙ্গলে ঘেরা সুন্দরবন। প্রতি পদে রয়েছে বিপদের সম্ভাবনা। সেই পথ দিয়েই ভারতে ঢুকেছিল ওরা। কী কারণে তারা এভাবে সুন্দরবন দিয়ে এদেশে ঢুকেছে? কোনও অশান্তি পাকানোর ষড়যন্ত্র নিয়েই কি বাংলায় আসা? পুলিশ ধৃতদের এব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। বেশ কয়েক মাস ধরেই সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢোকার চেষ্টা করে পাকড়া ও হয়েছেন একাধিক বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

কংগ্রেসের আম্বেদকর স্মরণ বীরভূমে

আজিম শেখ ● ময়ূরেশ্বর

আপনজন: সোমবার ময়ূরেশ্বর বিধানসভার গদাধরপুর বাজারে বৈকাল ৪টার সময় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারতবর্ষের সংবিধানের অন্যতম স্থপতি ভারতরত্ন ডঃ ভীমরাও আম্বেদকরের ১৩৫ তম জন্মদিবস শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে পালন করা হলো।ডঃ বি আর আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পন করে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন বীরভূম জেলা কংগ্রেস কমিটির কার্যকারী সভাপতি সৈয়দ কাসাফদ্দোজা মহাশয় উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেস কমিটির সদস্য শান্তিরাম মাল, জেলা যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বদরুল হক, ব্লক মহিলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদিকা আমিনা খাতুন (পূজা), ময়ূরেশ্বর বিধানসভা যুব কংগ্রেস সভাপতি সাইফার আলি, ময়ূরেশ্বর -১ নং ব্লক সিডিউল কাস্ট ও সিডিউল টাইপ সেলের চেয়ারম্যান ধীরেন দুই, ঝিকড্ডা অঞ্চল কংগ্রেস সভাপতি ছোট্টু লেট, বুনুই হাঁসদা, উত্তম দত্ত, প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

‘আম্বেদকর জয়ন্তী’ বালুরঘাটে

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হল ‘আম্বেদকর জয়ন্তী’। নেহেরু যুব কেন্দ্র (দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা শাখা) এবং গঙ্গারামপুর উত্তর চক্রের অন্তর্গত বড়ম গোকুলপুর জুনিয়র হাইস্কুলের যৌথ উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন, প্রাক্তন সহকারি বিদ্যালয় পরিদর্শক অসীম তপস্বী, নোডাল শিক্ষক চিত্রপ্রতীম মুখোপাধ্যায়, বিদ্যালয়ের শিক্ষক নরেশ বর্মন। এছাড়াও নেহেরু যুব কেন্দ্রের তরফে রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক সজল মজুমদার। এবিষয়ে সজল মজুমদার বলেন, ড. আম্বেদকর অর্থনৈতিক এবং জাতিগত সাম্যতার যে আদর্শ নিয়ে চলেছিলেন সেটাই আগামীর পথ চলার পাথেয় হোক।

হাসনাবাদে পথ দুর্ঘটনায় মৃত ১, আহত ১

আয়ান মোল্যা ● আয়ান মোল্যা

আপনজন: হাসনাবাদের গাড়াকুপি বাজারে বইক ও ট্রাক এর সংঘর্ষে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক যুবকের, গুরুতর আহত আরো এক। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাটের খোলাপোতার দিক থেকে একটি ট্রাক ভেবিয়ার দিকে যাচ্ছিল ঠিক সেই সময় গাড়াকুপি বাজারে একটি বাইক বাজার থেকে হঠাৎ রাস্তায় উঠতেই হঠাৎই চলে আসে ট্রাকের সামনে। এই ঘটনায় বাইকটির টাকার ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে। এই ঘটনায় বাইকে থাকা ১৬ বছরের যুবক হাফিজুলের মৃত্যু হয়, অপরদিকে আসাদুল নামে আরো এক যুবক গুরুতর আহত। মৃত যুবকের বাড়ি গাড়াকুপি এলাকায় এবং আহত যুবক জলসেরিয়া গ্রামের বাসিন্দা। এই ঘটনায় খোলাপোতা ভেবিয়া শ্মশান রোড কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে কিছুক্ষণ। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় হাসনাবাদ থানার পুলিশ। এই ঘটনায় পুলিশ ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে।

ইমাম-মুয়াজ্জিন ও বুদ্ধিজীবী সম্মেলন

প্রধান বক্তা- **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**
মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

বিশেষ অতিথি- **জনাব ফিরহাদ হাকিম**
মাননীয় মহানাগরিক, কলকাতা এবং মন্ত্রী,
পৌর ও নগরোন্নয়ন দফতর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আহ্বায়ক

- **জনাব মাওলানা ক্বারী শফিক কাসেমী,** ইমাম নাখোদা মসজিদ, কলকাতা
- **জনাব মাওলানা মহঃ বাকিবিল্লাহ মোল্লা,** সভাপতি অল ইন্ডিয়া ইমাম অ্যাসোসিয়েশন
- **জনাব হাজী কামরুল হুদা,** মুখ্য উপদেষ্টা, অল ইন্ডিয়া ইমাম অ্যাসোসিয়েশন

তারিখঃ **১৬ই এপ্রিল, ২০২৫ বুধবার**
সময়ঃ সকাল ১০টা

স্থানঃ নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়াম

এ এক স্বপ্নের ঠিকানা

DEVELOPED BY
next GENERATION HOUSING PRIVATE LIMITED
EASY AFFORDABLE HOMES

THE ECO PALACE

কমার্শিয়াল এরিয়া

সুইমিং পুল

কমিউনিটি হল

সমস্ত আধুনিক সুবিধা

■ সুইমিং পুল ■ ক্লাব হাউস ■ জিম ■ ডক্টরস চেম্বার ■ চিলড্রেন্স পার্ক ■ লেডিস পার্ক ■ সিনিয়র সিটিজেন পার্ক ■ ডিপার্টমেন্টাল স্টোর ■ প্লে-স্কুল ■ ফ্যামিলি ক্যান্টিন ও সেলুন।

প্রেসিডেন্সি, আলিয়া, সেন্ট-জেভিয়ার্স, অ্যামিটি, টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি দু কিলোমিটারের মধ্যে ■ হাঁটা দূরত্বে ডিপিএস নিউটাউন স্কুল, ডিএলএফ-২, মেডিসিন শপ ■ TCS, গীতাঞ্জলী, Eco Space, মেট্রো স্টেশনের সন্নিকটে।

10 TOWERS

220+FLATS

2+ ACRES LAND 50% OPEN SPACE

Loan Facility available

*RERA Applied

CONTACT US

8910055804 | 9007369234 | 8910306750 | 9830405211

বালিগড়ি, ইউনিটেক আইটি সেজ, অ্যাকশন এরিয়া-II, নিউ টাউন, কলকাতা-৭০০১৫৬

দুই সপ্তাহের মধ্যে রিয়াল-বার্সার দুটি ক্লাসিকো

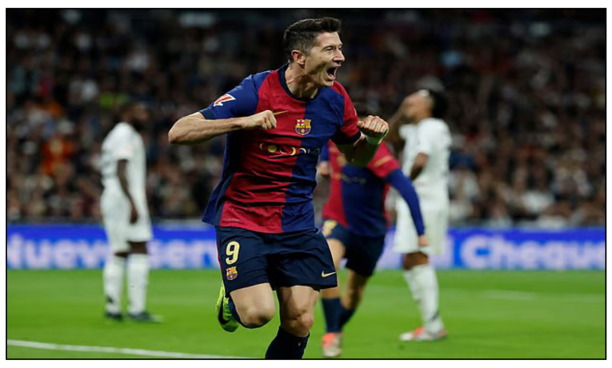

আপনজন ডেস্ক: লা লিগা কর্তৃপক্ষ এখনো নিশ্চিত করেনি। তবে লা লিগার অফিশিয়াল সম্প্রচারক 'মুভিস্টার' গতকাল জানিয়েছে, লিগে এবারের দ্বিতীয় 'এল ক্লাসিকো' হবে আগামী ১১ মে। অনেকের চোখেই এ ম্যাচ হতে পারে বার্সেলোনা ও রিয়াল মাদ্রিদের মধ্যে শিরোপা নির্ধারণী লড়াই।

৩১ ম্যাচে ৭০ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার শীর্ষে বার্সা। সমান ম্যাচে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে ৪ পয়েন্ট ব্যবধানে পিছিয়ে দুইয়ে রিয়াল (৬৬)। দুই দলেরই হাতে আর ৭টি করে ম্যাচ। ৩০ ম্যাচে ৬০ পয়েন্ট নিয়ে তিনে আতলেতিকো মাদ্রিদ। শীর্ষে থাকা বার্সার সঙ্গে ১০ পয়েন্ট ব্যবধানে পিছিয়ে দিয়েগো সিমিওনের দল। দুই সপ্তাহের মধ্যে এটা হবে দ্বিতীয় 'এল ক্লাসিকো'। ২৬ এপ্রিল কোপা দেল রে ফাইনালেও মুখোমুখি হবে রিয়াল-বার্সা। চলতি মৌসুমে এর আগে দুবারের মুখোমুখিতেই জিতেছে বার্সা। গত অক্টোবরে লিগে রিয়ালের মাঠ সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে ৪-০ গোলে জেতে হান্সি ফ্লিকের দল। এরপর গত জানুয়ারিতে সৌদি আরবে স্প্যানিশ সুপার কাপ ফাইনালেও রিয়ালকে ৫-২ গোলে হারায় কাতালান ক্লাবটি।

মৌসুম শেষে লিগে রিয়াল ও বার্সার পয়েন্ট সমান হলে গত অক্টোবরে বার্সার ৪ গোলের সেই জয় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। লিগে দ্বিতীয় 'এল ক্লাসিকো' রিয়াল যদি ৩-০ গোলেও জেতে এবং মৌসুম শেষে দুই দলের পয়েন্ট সমান হয়, তখন মুখোমুখি লড়াইয়ে গোলের হিসাবে বার্সার ৪ গোলের সেই জয় দুই দলের মধ্যে ব্যবধান গড়ে দিতে পারে।

এবারের মৌসুমে দুই দলেরই ট্রেবল জয়ের সুযোগ আছে। তবে সেই দৌড়ে রিয়াল একটু পিছিয়ে পড়েছে। চ্যাম্পিয়নস লিগ কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে আর্সেনালের কাছে ৩-০ গোলে হেরেছে রিয়াল। বুধবার মাদ্রিদের ক্লাবটির মাঠে ফিরতি লেগ।

সে তুলনায় বার্সা বেশ সুবিধাজনক অবস্থানে। কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের বিপক্ষে ৪-০ গোলে জিতেছে বার্সা। আগামীকাল রাতে ডর্টমুন্ডের মাঠ সিগনাল ইদুনা পার্কে ফিরতি লেগ।

ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো, চল্লিশেও 'নবযৌবন' যার

আপনজন ডেস্ক: ৪০ বছর বয়সে কী করা যায়? আপনি বলবেন, ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর মতো হওয়া যায়। তাঁর মতো মাঠ দাপিয়ে খেলা যায়। গোটা দুনিয়া যখন 'চল্লিশে চালশে' প্রবাদে বিশ্বাস করে, তখন রোনাল্ডোর মতো 'অতিমানব' হয়ে ওঠা যায়। অবশ্য এমন 'মানব' তো তিনি বহু আগে থেকে। কিন্তু অতিমানব বিষয়টিকেও রোনাল্ডো যেন দিন দিন অন্য মাত্রায় নিয়ে যাচ্ছেন। ত্রিশ পর্যন্ত যে খেলোয়াড়ের ক্যারিয়ার গোলসংখ্যা ৪৬৩, সেই খেলোয়াড়েরই ত্রিশ পেরিয়ে চল্লিশ পর্যন্ত গোলসংখ্যা ৪৭০!

ফুটবলারদের ক্যারিয়ারের সেরা সময় ত্রিশের আগে-রোনাল্ডোকে দেখলে বহুল চর্চিত এ কথা আপনার মিথ্যা মনে হবেই। তবে শুধু এটাই নয়, রোনাল্ডোকে দেখে আরও অনেক কিছুই মিথ্যা মনে হয়। যেমন ধরুন, গোল করার দক্ষতা। চল্লিশেও খেলে যাওয়া একমাত্র খেলোয়াড় নন রোনাল্ডো। তাঁর আগেও এমন দেখা গেছে, বর্তমানেও আছেন। কিন্তু এই বয়সেও রোনাল্ডোর মতো গোলক্ষুধা কজনের আছে? গোলের গন্ধ খুঁজে বেড়ান সব সময়। পরশু রাতেই যেমন সৌদি প্রো লিগে আল রিয়াদের বিপক্ষে তাঁর দল আল নাসরের ২-১ গোলের জয়ে দুটি গোলই তাঁর। এর মধ্যে একটি গোল আবার পুসকাস পুরস্কার পাবে কি না, তা নিয়ে বিশ্লেষক থেকে সমর্থকদের আলোচনার টেবিল দখল করে নিয়েছে। সেসব আলোচনায় উঠে এসেছে আরও একটি বিষয়। চল্লিশেও দাপিয়ে খেলে যাওয়ার উদাহরণ তো রোনাল্ডো তৈরি করেছেনই, তবে এ মৌসুমে যেটা হচ্ছে, সেটা রীতিমতো অবিশ্বাস্য।

সৌদি প্রো লিগ, পর্তুগাল জাতীয় দল এবং আল নাসর-চলতি মৌসুমে সব কটি জায়গাতেই রোনাল্ডো সর্বোচ্চ গোলদাতা! এই পরিসংখ্যান চল্লিশে শুধু খেলে যাওয়ার উদাহরণ নয়, এই বয়সেও কীভাবে উৎকর্ষের শীর্ষে থাকা যায় তার জ্বলজ্বলে প্রমাণও। রোনাল্ডোর পায়ের তুলিতে অবশ্য এমন সব প্রমাণ তাঁর যৌবনে নতুন কিছু মনে হলেও এখন অবিশ্বাস্য লাগাই স্বাভাবিক। যেমন পরশু রাতে আল রিয়াদের বিপক্ষে তাঁর দ্বিতীয় গোলটি। বাঁ প্রান্তে পাসটি দেওয়ার পর রোনাল্ডো গোলের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে বক্সের সামনে চলে এসেছিলেন। কারণ, ততক্ষণে সাদিও মানে বাঁ প্রান্ত দিয়ে বল নিয়ে আল রিয়াদের বক্সে ঢুকে ক্রস করেন, আর বহু বছরের অভিজ্ঞতা থেকে রোনাল্ডো হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন বক্সে বলটি 'ক্লিয়ার' করা হলে তাঁর কাছে আসতে পারে এবং ঘটলও ঠিক সেটাই! আল রিয়াদের ডিফেন্ডার বল ক্লিয়ার করলেন, বল বাতাসে ভেসে পড়ল ঠিক রোনাল্ডোর পায়ে; ডান পায়ের চোখ জুড়ানো ভলিতে সেটাই দূরের পোস্ট দিয়ে জালে!

ধারাভাষ্যকারের কণ্ঠে অবিশ্বাসের সুর, 'রোনাল্ডো! হাউ অ্যাবাউট দ্যাট! সিম্পলি আনস্টপেবল!'।

চলতি মৌসুমে রোনাল্ডো কিন্তু এমন অপ্রতিরোধ্যই। জাতীয় দল ও ক্লাবের হয়ে টানা ৬ ম্যাচে গোল করলেন আর সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৩৫ ম্যাচে করেছেন ৩২ গোল। গোল বানিয়েছেন ৪টি। আল নাসরের হয়ে এ মৌসুমে গোল করায় তাঁর ধারেকাছেও কেউ নেই। দ্বিতীয় সাদিও মানে ৩৯ ম্যাচে ৯ গোল নিয়ে বিস্তর ব্যবধানে পিছিয়ে। রোনাল্ডো গত মৌসুমেও সৌদি প্রো লিগের ক্লাবটির সর্বোচ্চ গোলদাতা।

ওয়ানডেতে দুটি বল ব্যবহার না করার ভাবনা আইসিসির

আপনজন ডেস্ক: ওয়ানডেতে ব্যাট-বলের লড়াইয়ে ভারসাম্য আনতে ইনিংসে দুটি বল ব্যবহারের নিয়ম থেকে সরে আসার কথা ভাবছে আইসিসি। চলতি সপ্তাহে জিম্বাবুয়ের হারারেতে আইসিসির বৈঠকে এক ইনিংসে ৩৫তম ওভার থেকে একটি বল ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়। অর্থাৎ, ওয়ানডেতে এক ইনিংসে ৩৪তম ওভার পর্যন্ত দুই প্রান্ত থেকে দুটি বল ব্যবহার করা হবে। কিন্তু ৩৫তম ওভার থেকে বোলিংয়ের দুই প্রান্তেই একটি বল ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়েছে।

আইসিসির বোর্ডের প্রধান নির্বাহীদের কাছে এই সুপারিশ করেছে ছেলেদের ক্রিকেট কমিটি, যার প্রধান ভারতের সাবেক অধিনায়ক ও বিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলী। দুই প্রান্তে দুটি নতুন বল দিয়ে বোলিং শুরু করবে ফিল্ডিং দল, যেটা এখনকার নিয়ম। সুপারিশে বলা হয়েছে, দুটি বলের মধ্যে কোন বলটি ইনিংসের ৩৫তম ওভার থেকে ব্যবহার করা হবে, সেই সিদ্ধান্ত নেবে ফিল্ডিং দল। যে বলটি ব্যবহার করা হবে না, সেটা রেখে দেওয়া হবে অতিরিক্ত বল হিসেবে। ব্যবহার করা বলটি হারিয়ে গেলে কিংবা নষ্ট হলে অতিরিক্ত বলটি ব্যবহার করা হবে।

ক্রিকেট কমিটি ২৫ ওভার পরই একটি বল ব্যবহারের বিষয়ে ভেবেছিল। ইএসপিএন ক্রিকইনফো জানিয়েছে, এই বিষয়ে কমিটির সদস্যদের তেমন একটা সাড়া মেলেনি। তাঁরা ভেবেছেন দুই প্রান্ত থেকে ১৭ ওভার করে দুটি বল ব্যবহারের পর ইনিংসের বাকি সময়ে শুধু একটি বল বেছে নেওয়াই বেশি যৌক্তিক। এ বিষয়ে চলতি মাসের মধ্যেই বিভিন্ন দেশের ক্রিকেট বোর্ডগুলোকে নিজেদের মতামত জানাতে হবে।

বোর্ডগুলোর সম্মতির ভিত্তিতে এটি ওয়ানডের প্লেয়িং কন্ডিশনে অর্ন্তভুক্ত করা হবে, যেটা আগামী জুলাইয়ে আইসিসির বার্ষিক সাধারণ সভায় চূড়ান্ত করা হতে পারে। প্লেয়িং কন্ডিশনের নিয়ম পাল্টানোর ক্ষেত্রে আইসিসির বোর্ডের অনুমোদনের প্রয়োজন নেই। বর্তমান প্লেয়িং কন্ডিশনে এক ইনিংসে দুই প্রান্ত থেকে দুটি বল ব্যবহারের নিয়ম ২০১১ সালে চালু করে আইসিসি। অতীতে বিভিন্ন খণ্ড খণ্ড সময়ে অবশ্য এই নিয়মটি ছিল। ১৯৯২ বিশ্বকাপ এর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। ২০১১ সালের আগে কয়েক বছর ওয়ানডের প্লেয়িং কন্ডিশনে ইনিংসের ৩৪তম ওভারের পর বাধ্যতামূলকভাবে বল পাল্টানোর নিয়ম ছিল। পাল্টানো বলটাও ছিল ম্যাচের বলের মতোই ব্যবহার করা।

টেস্ট ক্রিকেটে ৬০ সেকেন্ডের 'স্টপ ক্লক' নিয়ম কার্যকরের বিষয়েও মতামত জানাতে হবে বোর্ডগুলোকে। দলগুলোর ওভাররেট যেন মন্থর না হয়, সেজন্য গত বছর ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতে এই নিয়ম কার্যকর করা হয়।

ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ৫০ ওভারের সংস্করণ থেকে ২০ ওভারে নিয়ে আসার বিষয়েও আলোচনা হয়েছে ক্রিকেট কমিটিতে। তবে এ বিষয়ে তেমন সমর্থন মেলেনি বলে জানিয়েছে ইএসপিএন ক্রিকইনফো। এই নিয়ম পাল্টানোর জন্য আইসিসি বোর্ডের আনুষ্ঠানিক অনুমোদনের প্রয়োজন। কমিটির সদস্যরা টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে বোনাস পয়েন্ট পুরস্কার দেওয়ার বিষয়েও আলোচনা করেছেন। তবে এ বিষয়ে সামষ্টিক দৃষ্টিভঙ্গি হলো, বোনাস পয়েন্ট কার্যকর করাটা জটিল হবে।

'আর একটা সুযোগ' চাওয়া নায়ার মাতাচ্ছেন আইপিএল

আপনজন ডেস্ক: যশপ্রীত বুমরার ডেলিভারিটি ছিল লেগ স্টাম্পে। খুব দ্রুতই অবস্থান তৈরি করে নিলেন করুন নায়ার, ফ্লিক শটে স্কয়ার লেগ দিয়ে ছক্কা!

নিজের বোলারকে ছক্কা হজম করতে দেখেও হাততালি দিয়ে উঠলেন মুম্বাই অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া। একই ওভারের পঞ্চম বলে আবার ছক্কা। এবার স্লোয়ার ডেলিভারি উড়ে গেল লং অফ দিয়ে। অবাক চোখে চেয়ে দেখলেন বুমরা। এই দুই ছক্কার মাঝে হয়েছে একটি চারও। সব মিলিয়ে ছয় বলেই ১৮ রান। সময়ের সেরা পেসার বুমরার বলে নায়ারের এই আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে স্মৃতিকাতর হয়ে ওঠার কথা অনেকেরই।

নায়ার সেই বিরল দুর্ভাগাদের একজন, যিনি ভারতের হয়ে অপরাজিত ট্রিপল সেঞ্চুরি করেও তিন ম্যাচ পর বাদ পড়ে আর কখনো জাতীয় দলে ফিরতে পারেননি। আইপিএলে ব্রাত্য হয়ে পড়েছিলেন ৩০ বছর বয়সেই। হারিয়ে গিয়েছিলেন শীর্ষ পর্যায়ের ক্রিকেট থেকেই। ২০২২ সালের ১০ ডিসেম্বর নায়ার টুইট করেছিলেন, 'প্রিয় ক্রিকেট, আমাকে আর একটা সুযোগ দাও।' গতকাল রাতে নায়ারের সেই টুইট দিয়ে একটি পোস্ট করেছে দিল্লি ক্যাপিটালস। ক্যাপশনে লেখা, 'আমাদের হৃদয় ভরে গেছে।' সঙ্গে চোখের কান্না লুকানোর ইমোজি, ভালোবাসারও। শনিবার রাতে আইপিএলের মুম্বাই-দিল্লি ম্যাচ সবচেয়ে বেশি তৃপ্ত হওয়ার কথা নায়ারেরই। দিল্লি ক্যাপিটালসের ৩৩ বছর বয়সী এই ব্যাটসম্যান আইপিএলে ম্যাচ খেলতে নেমেছেন প্রায় তিন বছর পর। ফাফ ডু প্লেসির ইমপ্যাক্ট বদলি হিসেবে নেমে করেছেন ৪০ বলে ৮৯ রান। ৫ ছক্কা আর ১২ চারে শুধু দিল্লির জন্য রানই তোলেননি, নিজের ভেতরে জমে থাকা খেদই যেন একের পর এক বের করে দিয়েছেন। আইপিএলে নেমেছেন বছর তিনেক পর, তবে ফিফটিটি করেছেন প্রায় সাত বছর বিরতির পর। সুনির্দিষ্টভাবে বললে ২ হাজার ৫২০ দিন পর। আইপিএলে আর কোনো ব্যাটসম্যানের দুটি ফিফটির মধ্যে এত বড় ব্যবধান নেই। নায়ার মাঝের দীর্ঘ সময়ে খেলার সুযোগই পেয়েছেন মাত্র তিন আসর। মাঠে নেমেছিলেন ৮ ম্যাচে। তাতে মাত্র ৩৭ রান তাঁর আইপিএল ক্যারিয়ারে বড় প্রশ্ন তুলে দেয়।

২০২২ সালের পর আর সুযোগই পাননি। ওই সময় বাদ পড়েছিলেন রাজ্য দল কর্নাটক থেকেও। অমন ঘোর অন্ধকার সময়েই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ফুটে উঠেছিল নায়ারের সেই আর্তি-প্রিয় ক্রিকেট, আমাকে আর একটা সুযোগ দাও। ক্রিকেট তাঁকে সেই সুযোগ দিয়েছে। অর নায়ার তা দুই হাত ভরে লুফে নিয়েছেন। সেটা কতটা, কিছু সংখ্যায় চোখ রাখলেই বোঝা যাবে। এক মৌসুম অপেক্ষা করে বিদর্ভে যাওয়া নায়ার সেই টুইটের পর থেকে গতকালের আগপর্যন্ত প্রথম শ্রেণি, লিস্ট 'এ' ও ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি মিলিয়ে করেছেন ৩ হাজার ৩৫ রান, সেঞ্চুরি ১২টি। ভারতের আর কোনো ক্রিকেটার এই সময়ে এর চেয়ে বেশি রান বা সেঞ্চুরি করতে পারেননি।

ইংল্যান্ডের কাউন্টিতে নর্দাম্পটনশায়ারের হয়েও খেলেছেন দুই মৌসুম, রান করেছেন ৫৬ গড়ে। এ সময়ে দলগতভাবে জিতেছেন রঞ্জি ট্রফি, ফাইনালে উঠেছেন বিজয় হাজারে ট্রফির। ওয়ানডে সংস্করণের বিজয় হাজারেতে নায়ারই ছিলেন শীর্ষ ব্যাটসম্যান। ব্যাট করেছেন আট ইনিংসে, আউট হয়েছেন মাত্র দুবার। অপরাজিত ইনিংসগুলো ছিল এ রকম-১২২*, ৮৮*, ১৬৩*, ১১১*, ১২২*, ৮৮*। যে দুটিতে আউট হয়েছেন, তার একটিতে ১১২, আরেকটিতে ২৭।

প্রায় একা হাতে বিদর্ভকে ফাইনালে তোলার পর ট্রফি জিততে না পারলেও নায়ার আবার আইপিএলে জায়গা করে নিতে পেরেছেন। যদিও দিল্লি তাঁকে সস্তা দামেই কিনেছে (৫০ লাখ টাকা)।

নায়ারের দৃষ্টি ছিল অবশ্য মাঠে নামার সুযোগ পাওয়ার দিকেই। যদিও দিল্লির প্রথম চার ম্যাচে সেই সুযোগটা আসেনি। অবশেষে পঞ্চম ম্যাচে সুযোগ এসেছে ডু প্লেসিকে চোটের কারণে তুলে নেওয়ায়। আর আইপিএল প্রত্যাবর্তনের প্রথম সুযোগেই নায়ারের ব্যাটে ছুটল আগুনের ফুলকি, যে আগুনে পুড়লেন বুমরার মতো বোলারও। ম্যাচটা অবশ্য নায়ারের দল শেষ পর্যন্ত জিততে পারেনি। মুম্বাইয়ের ২০৫ রান তাড়া করতে নেমে হেরেছে ১২ রানে। তবে নায়ার জিতেছেন ঠিকই। প্রিয় ক্রিকেট তাঁকে আরেকটা সুযোগ তাঁকে দিয়েছে। বয়স এখন ৩৩ বছর। কখনো আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সুযোগ না পাওয়া নায়ার এখন সেদিকেও হয়তো একটা সুযোগ চাইতে পারেন। ইংল্যান্ডের কাউন্টিতে নর্দাম্পটনশায়ারের হয়েও খেলেছেন দুই মৌসুম, রান করেছেন ৫৬ গড়ে। এ সময়ে দলগতভাবে জিতেছেন রঞ্জি ট্রফি, ফাইনালে উঠেছেন বিজয় হাজারে ট্রফির। ওয়ানডে সংস্করণের বিজয় হাজারেতে নায়ারই ছিলেন শীর্ষ ব্যাটসম্যান। ব্যাট করেছেন আট ইনিংসে, আউট হয়েছেন মাত্র দুবার। অপরাজিত ইনিংসগুলো ছিল এ রকম-১২২*, ৮৮*, ১৬৩*, ১১১*, ১২২*, ৮৮*। যে দুটিতে আউট হয়েছেন, তার একটিতে ১১২, আরেকটিতে ২৭।

প্রায় একা হাতে বিদর্ভকে ফাইনালে তোলার পর ট্রফি জিততে না পারলেও নায়ার আবার আইপিএলে জায়গা করে নিতে পেরেছেন। যদিও দিল্লি তাঁকে সস্তা দামেই কিনেছে (৫০ লাখ টাকা)।

নায়ারের দৃষ্টি ছিল অবশ্য মাঠে নামার সুযোগ পাওয়ার দিকেই। যদিও দিল্লির প্রথম চার ম্যাচে সেই সুযোগটা আসেনি। অবশেষে পঞ্চম ম্যাচে সুযোগ এসেছে ডু প্লেসিকে চোটের কারণে তুলে নেওয়ায়। আর আইপিএল প্রত্যাবর্তনের প্রথম সুযোগেই নায়ারের ব্যাটে ছুটল আগুনের ফুলকি, যে আগুনে পুড়লেন বুমরার মতো বোলারও। ম্যাচটা অবশ্য নায়ারের দল শেষ পর্যন্ত জিততে পারেনি। মুম্বাইয়ের ২০৫ রান তাড়া করতে নেমে হেরেছে ১২ রানে।

ট্রফিতে হাত লিভারপুলের, স্পেন ইতালি-জার্মানিতে রোমাঞ্চ!

আপনজন ডেস্ক: ফরাসি লিগ 'আঁ'র পর শিরোপা নির্ধারণের প্রায় শেষ পর্বে পৌঁছে গেছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ। লিগ জিততে লিভারপুলের প্রয়োজন ৬ ম্যাচ থেকে মাত্র ৬ পয়েন্ট। তবে ইংল্যান্ডের মতো শিরোপার নিষ্পত্তিটা সহজে হচ্ছে না স্পেন-ইতালি-জার্মানিতে। তিনটি লিগেই শেষ মুহূর্তে ওলট-পালট হতে পুরো চিত্র।

স্পেনে শিরোপার জন্য লড়ছে বার্সেলোনা ও রিয়াল মাদ্রিদ, শুরুতে লড়াইয়ে থাকলেও আপাতত পিছিয়ে পড়েছে আতলেতিকো মাদ্রিদ। ইতালিয়ান লিগ সিরি আতে লড়াইটা ইন্টার মিলান ও নাপোলির আর জার্মান বুন্দেসলিগায় লড়ছে বায়ার্ন মিউনিখ ও লেভারকুসেন।

উৎসবের অপেক্ষায় লিভারপুল ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের শিরোপাভাগ্য একরকম নির্ধারিত হয়ে গেছে। এখন অপেক্ষা শুধু লিভারপুলের উদ্‌যাপনে মেতে ওঠার। গতকাল ওয়েস্ট হামকে হারানোর পর লিভারপুলের পয়েন্ট এখন ৩২ ম্যাচে ৭৬। আর সমান ম্যাচে আর্সেনালের পয়েন্ট ৬৩। এখন পরের দুই ম্যাচে লেস্টার সিটি এবং টটেনহামের বিপক্ষে জিতলেই ট্রফি নিশ্চিত হবে 'অল রেড'দের। তবে ইপসউইচের বিপক্ষে আর্সেনাল যদি হেরে যায়, তবে লেস্টারের বিপক্ষে ম্যাচটা জিতলেই লিভারপুলের চলবে। সব মিলিয়ে এই লিগে এখন চোখ থাকবে সেরা চারে কারা থাকবে, সেদিকে। স্প্যানিশ লা লিগায় এখন বাকি ৭ ম্যাচ। ৩১ ম্যাচ শেষে শীর্ষে থাকা বার্সেলোনার সঙ্গে রিয়ালের পয়েন্টের পার্থক্য ৪। অর্থাৎ পরের ম্যাচে ৭ ম্যাচে ৪ পয়েন্টের ব্যবধান মেটাতে পারলেই শিরোপা ধরে রাখতে পারবে রিয়াল। সর্বশেষ ম্যাচে বার্সা ১-০ গোলে হারিয়েছিল লেগানেসকে আর রিয়াল একই ব্যবধানে হারায় আলাভেসকে। এই লিগে শিরোপা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ হয়ে উঠতে পারে ১১ মে মাঠে গড়াতে যাওয়া রিয়াল-বার্সার এল ক্লাসিকো। কে জানে, হয়তো সেই ম্যাচ দিয়েই হয়তো নির্ধারিত হবে লা লিগার শিরোপা। নাপোলি কি ইন্টারকে ধরতে পারবে

ইতালিয়ান লিগ সিরি 'আ'তে শিরোপা লড়াইয়ে এখন ইন্টার মিলান ও নাপোলি। ৩২ ম্যাচ শেষে ইন্টারের পয়েন্ট ৭১। এক ম্যাচ কম খেলে নাপোলির পয়েন্ট ৬৫। তবে আজ রাতে নাপোলি যদি এম্পোলিকে হারাতে পারে তবে এই ব্যবধান নেমে আসবে তিনে। তবে আগের ম্যাচে বোলোনিয়ার সঙ্গে ড্র না করলে আরও ভালো অবস্থানে থাকতে পারত নেপলসের ক্লাবটি। আজ অবশ্য পয়েন্ট হারানোর সুযোগ নেই নাপোলির। এই ম্যাচে পয়েন্ট হারানো মানে লড়াই থেকে অনেকটাই পিছিয়ে পড়া। আর নাপোলি যদি এই ম্যাচ জেতে তবে ইন্টারের সঙ্গে সামনের দিনে লড়াইটা আরও জমিয়ে তুলতে পারবে তারা।

বায়ার্ন ফেবারিট, আশা আছে লেভারকুসেনেরও

গত মৌসুমে সবাইকে চমকে দিয়ে বুন্দেসলিগার শিরোপা জিতেছিল লেভারকুসেন। এবারও শিরোপা লড়াইয়ে আছে তারা। তবে গতবারের মতো দাপট দেখাতে পারেনি জাবি আলোনসোর দল। এরপরও অবশ্য শিরোপা জেতার সুযোগ আছে দলটির। লিগে শেষ ৫ ম্যাচে লেভারকুসেন যদি পুরোনো ছন্দ ফিরিয়ে আনতে পারে, তবে দারুণ কিছু হয়েও যেতে পারে। ২৯ ম্যাচ শেষে বায়ার্নের পয়েন্ট ৬৯। সমান ম্যাচে লেভারকুসেনের পয়েন্ট ৬৩। এমন পরিস্থিতিতে শুধু নিজেদের জয়ই যথেষ্ট নয়। তাকিয়ে থাকতে হবে বায়ার্নের হারের দিকেও। তবে নিজেদের কাজটুকু অন্তত সেরে রাখতে পারে তারা। অন্যদিকে এগিয়ে থাকা বায়ার্নেরও সতর্ক থাকতে হবে। একটু ভুলেই বদলে যেতে পারে সব দৃশ্যপট।

Premier League — ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ শীর্ষ পাঁচ

দল	ম্যাচ	জয়	ড্র	হার	গোল	পয়েন্ট
লিভারপুল	৩২	২৩	৭	২	৭৪/৩১	৭৬
আর্সেনাল	৩২	১৭	১২	৩	৫৭/২৭	৬৩
নটিংহাম	৩২	১৭	৬	৯	৫১/৩৮	৫৭
নিউক্যাসল	৩১	১৭	৫	৯	৫৬/৪০	৫৬
ম্যান সিটি	৩২	১৬	৭	৯	৬২/৪২	৫৫

LALIGA — লা লিগা শীর্ষ পাঁচ

দল	ম্যাচ	জয়	ড্র	হার	গোল	পয়েন্ট
বার্সেলোনা	৩১	২২	৪	৫	৮৪/২৯	৭০
রিয়াল মাদ্রিদ	৩১	২০	৬	৫	৬৪/৩১	৬৬
আতলেতিকো	৩০	১৭	৯	৪	৪৯/২৪	৬০
বিলবাও	৩১	১৫	১২	৪	৪৯/২৫	৫৭
ভিয়ারিয়াল	৩০	১৪	৯	৭	৫৩/৪০	৫১

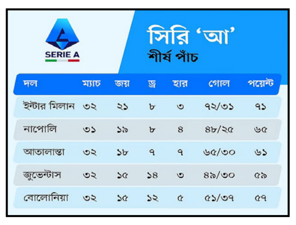

SERIE A — সিরি 'আ' শীর্ষ পাঁচ

দল	ম্যাচ	জয়	ড্র	হার	গোল	পয়েন্ট
ইন্টার মিলান	৩২	২১	৮	৩	৭২/৩১	৭১
নাপোলি	৩১	১৯	৮	৪	৪৮/২৫	৬৫
আতালান্তা	৩২	১৮	৭	৭	৬৫/৩০	৬১
জুভেন্টাস	৩২	১৫	১৪	৩	৪৯/৩০	৫৯
বোলোনিয়া	৩২	১৫	১২	৫	৫১/৩৭	৫৭

BUNDESLIGA — বুন্দেসলিগা শীর্ষ পাঁচ

দল	ম্যাচ	জয়	ড্র	হার	গোল	পয়েন্ট
বায়ার্ন মিউনিখ	২৯	২১	৬	২	৮৩/২৯	৬৯
লেভারকুসেন	২৯	১৮	৯	২	৬৩/৩৪	৬৩
ফ্রাঙ্কফুর্ট	২৯	১৫	৬	৮	৫৮/৪২	৫১
লাইপজিগ	২৯	১৩	৯	৭	৪৭/৩৭	৪৮
মাইনৎস	২৯	১৩	৭	৯	৪৬/৩৪	৪৬

এটাই ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সবচেয়ে বাজে দল

আপনজন ডেস্ক: ইউরোপের ফুটবল পরাশক্তির নাম নিলে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের নাম আপনা-আপনিই চলে আসে। সমর্থকসংখ্যা বিবেচনায়ও পৃথিবীর বিপুলসংখ্যক ফুটবলপ্রেমীর পছন্দের ক্লাবও এটি। ওল্ড ট্রাফোর্ডের ক্লাবটি ভক্তদের উজাড় করে দিয়েছেও অনেক। কিন্তু সেসব এখন অতীতের ফসিল। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড নিছক সাদামাটা কোনো দল নয়; বরং রাজ্য হারিয়ে হতশ্রী হয়ে পড়া একটি ক্লাব। অতীতের গৌরবময় অর্জনের বিপুল ভান্ডারও আড়াল করতে পারছে না তাদের মলিনতা। শুধু এটুকুই নয়, যত দ্রুতগতিতে ইউনাইটেড তলানির দিকে এগোচ্ছে, নিকট ভবিষ্যতে দলটি অবনমিতও হয়ে যেতে পারে। তেমন কিছু হলে অবশ্য খুব কম মানুষ অবাক হবে। সর্বশেষ গতকাল রাতে প্রিমিয়ার লিগে নিউক্যাসলের বিপক্ষে ৪-১ গোলে হেরেছে ইউনাইটেড। এসব হার অবশ্য নতুন কিছু নয়। চলতি মৌসুমে লিগে এখন পর্যন্ত ৩২ ম্যাচের ১৪টিতে ম্যাচ হেরেছে তারা, বিপরীতে জিতেছে মাত্র ১০ ম্যাচ। হারের অতীত রেকর্ডও ভেঙে গেছে আরও আগে। ইপসউইচ, লেস্টার সিটি ও সাউদাম্পটন যাচ্ছেতাই ফুটবল না খেললে হয়তো অবনমন অঞ্চলেও চলে যেতে পারত ইউনাইটেড। ১৭ নম্বরে থাকা ওয়েস্ট হাম থেকে মাত্র ৩ পয়েন্ট বেশি নিয়ে বর্তমানে ১৪ নম্বরে আছে রুবেন আমোরিমের দল।

ভর্তি চলিতেছে ভর্তি চলিতেছে

দারুল উলুম তাজবিদুল কুরআন (মাদ্রাসা)

GOV.Regd no-1033/0024

মদিনা নগর চৌহাটি মুসলিমপাড়া রোড, পোষ্ট-চৌহাটি, থানা: সোনারপুর, কোলকাতা-৭০০১৪৯

Mob: 9830401057 | Email: darululoom149@gmail.com

২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি চলিচেছে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি হোস্টেলের সুব্যবস্থা আছে। আবাসিক ছাত্রদের অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা মনিটরিং করানো হয়। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সিলেবাস এবং আরবি বিভাগ কাফিয়া পর্যন্ত, তজবিদসহ হিফস মোকাম্মাল। ক্বেরাত এ হাফস এ বছর খোলা হইবে। অজিফার ব্যবস্থা থাকিবে (আলেম এবং হাফেজ হতে হবে)। কম্পিউটার শিক্ষা ৫ম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত। আসরবাদ খেলার সময় দেওয়া হয় মগরিব পর্যন্ত। গরীব এতিমদের ফ্রি ব্যবস্থা আছে।

যে সমস্ত ছাত্ররা ভর্তি হইতে ইচ্ছুক তারা শিঘ্রই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। দানের ক্ষেত্রে আয়কর এ ছাড়

সকল ধর্মভীরু দ্বীদদরদি ভাইদের কাছে বিশেষ আবেদন আমাদের মদিনা নগর ইসলামিক এডুকেশন ওয়েল ফেয়ার Income tax ছাড় পাওয়া যায়। অন্য মাদ্রাসার মতো এই মাদ্রাসাকে আপনার আত্মীয় স্বজনকে অবগত করুন। আল্লাহ তায়ালা আপনার ইহকাল এবং পরকাল কামিয়াব করিবেন। আমিন।

INCOME TAX APROVAL NO

10B Registration no: AACTM5965EF2014 MADINA NAGAR ISLAMIC EDUCATIONAL AND WEL FARE TRUST SBI A/C NO-30800716497, IFC Code - SBIN0001451– MOB-9830401057

সভাপতি: মুফতি লিয়াকাত সাহেব, ইন্তাজ আলি শাহ, ইউসুফ মোল্লা

সহ সভাপতি: আবুলবাসার, আব্দুল্লাহ সরদার

সম্পাদক: ইমাম হোসেন সেখ

সহ সম্পাদক: সৈয়েদ রহমাতুল্লাহ, আব্দুর রহমান মোল্লা

বিঃদ্রঃ- দু'জন হাফেজ ক্বারী শিক্ষক এবং বাংলা শিক্ষক প্রয়োজন।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত, **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬, সম্পাদক: **জাইদুল হক**

Prrnted, Publrshed and owned by Zardul Haque, Publrshed from 94/2 Collrn Street, Kolkata-700016, Prrnted at Samar Prrntech, 29 Topsra Road South, Kolkata-700046. **Edrtorral Offrce:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Edrtor: Zardul Haque**